উদরনাচার্য।

আমরা এই পদ্ধতি ভারতীয় সাহিত্য-জগতের একটি অমূল্য-বুঝি সত্যে কিংবা আলোচনা করি; এ মহাজ্ঞা কৃত্রিম-মানুষ-গ্রহণ-পরম পাওয়া উদরনাচার্য।

इति एकत्र मेंदीपी नीतिशास्त्री अनुसार कर बड़ा सहस्र बाबू नहान। उदरनाचार्यकृत पृष्ठ १९२। नामक परिचय तयार किया। एक “अनिर्देश” भाषा में भारतीय साहित्य-जगत अनुसार किया।

এক পাঢ়ালো পাঘাতে উদরনাচার্যের সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা দেখতে পাওয়া যায় এর নামক সংক্ষেপ।

মেইদিনি নীতি-শাস্ত্রী অনুসারে।

“শিক্ষক বিদ্যায়,” নামক সংক্ষেপ সমন্বয়ে বহুকালীন নীতি-শাস্ত্রীর ব্যবহারের মধ্যে এই অংশ হইতে একাশের অবাহিত পান নাই তখন আমাদের মত কি?

(1) "He shines like one of the fixed stars in India's literary firma-

ment, but no telescope can discover any appreciable diameter; his name is a point of light, but we detect therein nothing that belongs to our earth or material existence. The details of his life are a blank, and the very century in which he flourished is an unsettled question in Hindu literary history."—Preface to the Kusumangjali, Edited by Professor Cowell.
<table>
<thead>
<tr>
<th>১৯৪</th>
<th>উদয়নাচার্য</th>
<th>(মাছার তা ২২৭)</th>
</tr>
</thead>
</table>
| কবীণ্ড্র শ্রীর্য, বাপ, মন্দু, উদয়নাচার্য এবং শকরাচার্য এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। (২) শকরাচার্যদের উল্লেখ আছে যে খণ্ডকার শ্রীর্য ও ওথপার্জীর সময় উদয়নাচার্য, শকর কর্তৃক পরামর্শ হয়েন। (৩) যদি মাথাচার্যের এই কাটা প্রমাণ হয়ত তবে মহাস্বামীর উদয়নাচার্যের সময় লাইর। কোনো গোলে পড়িতে হইত না; কেননা উজ্জিত মহাস্বামীর এক অন্য সময় নিঃসৃত করিতে অপরিহার্য হইয়াছেন। কিন্তু তত্ত্বাবধান সম-কালব্যুতির তাজ্জুরে অথবা তত্ত্বাবধানের এক সময়ে বর্তমান যাকে চূর্ণ করুক, ছই এক শতাধিক মধ্যে বর্তমান ছিলেন না। এমন কি, বাণভঙ্গ শ্রীর্য হইতে প্রায় ছয়েশ শতাধিক পূর্বের লোক। (৩) মাথা- চার্য এক অন্য স্বপ্রসিদ্ধ কুটির্যায়ালোক হইয়াছে। (৫) এই রূপ কাল-

| (২) ঐতিহাসিক রহস্য, ২ র বাল্য বাণভঙ্গ নামক প্রস্তাব এবং বসায়ন, ৩য় গণ্ডা ২৮ পৃষ্ঠা ও ২৬০ পৃষ্ঠা পূর্ণ। |

| (৩) ২৫ পং শকর দিনিয়ত্ত্ব ১৭৭ লোক। |

| (৪) ঐতিহাসিক রহস্যের “শ্রীর্য” ও “বাণভঙ্গ” নামক প্রস্তাব মিলাইয়া দেখ। |

| ৫ মাথাচার্য সংস্কৃত সক্ষিপ্ত অপরিহার্য জাতে অপরিহার্য নন। ইহি “বেদবাণ” নামক লিখিত বেদ বাণ্ডা এবং শকরাচার্য সময়ে “শকরাচার্য” নামে বোঝা সর্বভাবে অপরিহার্য। এবং যদি করিলেন কেন? তথাহি উত্তর এই বলা যাইতে | পারে যে মাথাচার্যের সময়ে পরিহার্য কোনো সমাজ নিভাত্ত ছিল না। তাহার ঐতিহাসিক লোক কীর্তি জন্মের পূর্বে সংস্কৃতির পূর্ব-কার লোকের (বিন্দি বিধি দেশনিধি এবং পাৰ্ব্বতী সময়ের বাণভঙ্গের নিচক কোনো অস্তিত্ব শুনা যায় নাই) এবং সময় সংস্কৃতির পূর্ববর্তী লোকের ঐতিহাসিক চুরিত পারিত না এবং তবে ঐতিহাসিক চুরি। তথাহি সাহায্য না দিতে কেহ তাহ। পারিতাম তবে মহাস্বামীর রায় মোহন রায় এবং পরমভাগবৎ দৈত্যের ইহারা কে পূর্বন্তর লোক এবং কে পূর্বন্তর লোক তাহ। রায়া এখন আমাদের মূহূর্তে সম্মুখে উপস্থিত হইত। এ যথার শুধু পুরাতত্ত্ববৰ্তী বিবর্তী ইহু সাধনাসমূহ পূর্ব দিতে না। মাথাচার্য সংগ্রহ পুরাতত্ত্ব সমাজে আমাদের শিক্ষার দেশ পাঠকায় পুরাতত্ত্ববৰ্তী ব্য্বতশ্চিমায় সময়ে সময়ে সময়ে সময়ে এমন শব্দের প্রয়ন পদ্ধতি হই- |

| (এক মহাকাব্য প্রণয় করেন। পাঠকায় পাঠকের মতে মাথাচার্য পূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। See Wilsons—Mackenzie catalogue Vol 1 P CXI 2 Colebrooke's Essays Vol 1 P 100. |
J. Talboys Wheeler
(শ্রীহর্ষ)

ভারতীয় সাহিত্য-ঘন্টার ছুটিতে জন শ্রীহর্ষের বিরাজমান ছিলেন। একজন সঙ্গীতবিদ যিনি অসাধারণ মানুষ, যিনি প্রকৃতির ভাস্কর্যে জন্ম দিয়েছিলেন। জন শ্রীহর্ষের আস্তিক চরিত্রের সমন্বয়ে এই শ্রীহর্ষের জীবনীকথা প্রচার করা হয়েছে।

কারণ যে শ্রীহর্ষ একজন সঙ্গীতবিদ ছিলেন তাহলে তার জীবন ও চরিত্রের সমন্বয় একটি অপরিসীম কাহিনী। এই কাহিনী সঙ্গীতবিদ শ্রীহর্ষের জীবনের একটি অপরিসীম চরিত্রের সাহিত্যিক লেখা লিখিতেছে না। একজন আমাদের এই সঙ্গীতবিদ বক্তিয় মাধবচন্দ্রের লিখিত হয়েছিল। এই কথা আমাদের এই সঙ্গীতবিদ শ্রীহর্ষের জীবনের একটি অপরিসীম লেখা লিখিতেছে না।

পাঠকের মনে করিতে পারেন যে এই কথা শ্রীহর্ষের সঙ্গীতবিদ যিনি সঙ্গীত চরিত্রের বিষয় লিখিত হয়েছিল। এই কথা আমাদের এই সঙ্গীতবিদ যিনি সঙ্গীত চরিত্রের বিষয় লিখিত হয়েছিল। এই কথা আমাদের এই সঙ্গীতবিদ যিনি সঙ্গীত চরিত্রের বিষয় লিখিত হয়েছিল।

শ্রীহর্ষের সঙ্গীতবিদ চরিত্রে চঞ্চলতার মহাকাব্যের তুলনা তোলা রয়েছে নিজের চরিত্রে সঙ্গীত লিখিত। এই কথা আমাদের এই সঙ্গীতবিদ যিনি সঙ্গীত চরিত্রের বিষয় লিখিত হয়েছিল।

শ্রীহর্ষের সঙ্গীতবিদ চরিত্রে চঞ্চলতার মহাকাব্যের তুলনা তোলা রয়েছে নিজের চরিত্রে সঙ্গীত লিখিত।
নতুন ধরনের শেষ ভাগে সত্যমান ছিল এক সমস্তকরণ মূল মন্তব্যসহ। ২ প্রবন্ধচিহ্নিত পত্রকে বিপুল তত্ত্বাবধানের বিদ্যমান কায়েম হয়েছিল। ৩ প্রশ্নের লজ্জা সরাসরি বারণের মাধ্যমে বিদ্যমান ছিলেন।

আনকের মত (১১) এই যে আদিশূর অর্থে শাস্ত্রীয় মাধ্যমে যে পাঁচ জন আচার (১২) অধিযোগ করেন তাই এক জনের নাম শ্রীহর্ষ; তবে শ্রীহর্ষ চিহ্নিত নামকরণের নম্র মামুরাকার প্রদান করেন। এ সময়ে জনৈক মাধ্যমে যে এই—"আদিশূর ত্রুটি হানি শিশুর যে পথে জন গ্রান্ত অনুযায়ী করেন তাই এই।

(২২) বস্ত্র দরিদ্র্য কৃত্তির যা ৩৪ পৃষ্ঠা।

(২২) প্রতিষ্ঠা নারায়ণে দক্ষ: বেগমরোপণ ছাদে অফিস।

(২২) প্রধান নামকরণ কানাদাঙ্কতি সমায়ত: ১ শাপিলা গোণের অট্টালিকা রাস্তায় বিরুদ্ধ কর্ম। ২ কাশিপ্রেমে বাৎসার্থের বাংলার ছাদে।
<table>
<thead>
<tr>
<th>উদয়নাচার্য</th>
<th>198</th>
</tr>
</thead>
</table>

"সৌন্দর্যাং নাটকের রচিতা সুভ্রত হর্ষবর্মন শ্রীহর্ষ ভেষজ, ত্যক্তীকার হইবেন, তাহাই আমর্ন্ত্য নাম। তিনি গৌড়ে অবিরত কাব্যিক করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থসাগরে সেখিরা ছিলেন, ইহা সম্ভব যে সুভ্রত নৈতিক লিখনের কেন্দ্রীয় পরিচার্য লক্ষণ বাঙালী ভাষায় কল্পিত। শ্রীহর্ষ আছে। তাঁর বাঙালীর আদিত্য কবি বিদ্যাপতি তত্ত্বত সংশোধন বালক পুরুষগীরক। এতে শ্রীহর্ষকে বাঙালি মনের কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়া ছিলেন (১৩) ইহাতে জানা যায় ৪০০ বৎসরের পূর্ববর্তী লেখকের কবি বলিয়া নামিত। তার পর, এই শ্রীহর্ষকে আদিশুরের সমকালীন হিসাবে ইনি রাজশাহীর লোক ছিলেন কেননা। আদিশুর সম্বন্ধে ১৯৫ খৃঃ খ্রীষ্টাব্দে বর্ণনা ছিলেন ১৪ ভৌতরাজক সাহিত্যচর্চিত।

১৩ পুরুষপরিকা বিদ্যাপতি কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। উহা ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমর্ন্ত্য ছালামী কলেজের অধ্যাপকের নির্দেশে আদিশুরে শ্রীহর্ষ প্রসাদ রায় কর্তৃক বাঙালী ভাষায় অনুবাদিত হয় (Calcutta Review Vol XIII P. 189.) এই অনুবাদে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে এই লিখে আছে:-

গৌড়েরে আদিশুর নাম এক পশ্চিম তিনি অত্যন্ত কবি ছিলেন। এক সময়ে নল চরিত নামে কাব্য রচনা করিয়া, শ্রীহর্ষ সেই কাব্যে লয়ে পশ্চিম সমাজের উদ্দেশে বাঙালী গীতে। ভাষার পশ্চিমকে নাম পণ্ডিতেক অভিধাত্ত নিবেদন করিলেন। মেধাবী কথা—পুরুষ পরিকা।

১৪ আদিশুরের রাজস্থান—ক্ষেতিয়ান

= A Prince named Sahasanka must have occupied the throne of Kanoj about the middle of the 10th century as Maheswara the author of Viswarupakaṇa in the year 1111, makes himself sixth in descent from the...
(১৩ম শতাব্দীর) বাংলী শ্রীহর্ষ লিখিতেন বিচিত্র কি থেকে একটু চাইবার নৈশধ অনুভব করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"নবরণ পালদু শ্রীহর্ষগানের নামের ছিল অজান্ন হার।" ১৭

চাদর নূত্নকের ১৮ লোক টান করে যে খুঁটন শাম ভাতাকে বর্ষামান শ্রীহর্ষের কথা উল্লেখ করিয়ে তাহা আশ্চর্য নহে।

যে সকল যুক্তি অনুসরণ করিয়া ধারার বুলার প্রভূতি নৈশধভাষায়। শ্রীহর্ষের খুঁটনি ধাদ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন।

যে সকল যুক্তি মূল্যবান মনোরঞ্জন। শ্রীহর্ষের অনেক লোক শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন।

কলাভরণ অংশ কিছু তাহাতে নৈশধের অমান নহে। বলার সাহসেই এই প্রমাণ উত্তর অঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে। থেকা, বাসকৃত ও তুষার শুভ্রাণ্ড সংগৃহীত গ্রন্থের তলিকা একথা। উল্লেখ করেন নাই, -কাজেই যদি অন্য কেন "নারায়ণকাঠাবরণে" নৈশধের ক্ষেপ থাকে তবে তাহা। কোন আধুনিক পণ্ডিত দ্বারা সনাতন বলিয়া—

এখন উহা কৃত্তিম। ১৩ এখন থেকা যাইতেছে পরকার যুক্তিতে যেত বলতে, প্রমাণ ছিল তাহা। বলার রহিয়া না। ইহা স্বীকার আনানা যে সকল যুক্তি একটি হইয়াছে তাহা। আধুনিক কথা। ও সকল আমরা নৈশধে। বলিয়া শীঘ্র বিচারে পারি না। অতঃপূর্ব উহার কোন কোন যুক্তি অত্যন্ত পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়, কেন না। তিনি বলিয়াছেন আদিশুল নূতন কুক্কুলের লোক এবং সাহসে যে একাধিক শতাব্দীর শেষ তাহার বর্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তাহাতে বিশাল করিয়াছেন; ইহাতেও একবিংচিত কথা। যে বধন শ্রীহর্ষ আদিশুলের আহ্বানে গোপেট আদিশুল তৎকালীন মূলকরণ ৮০ অনুষ্ঠিত সংবাদের উপরে ছিল ২০ স্ফটরা যখন সাহসের জীবনী লিখিবার অক্ষর সমান হয়—অর্থাৎ সাহসের রাজত্য ছাড়িয়াছেন ও তাহার জীবনের ঘটন। শেষ হয়; হয়তো। আদিশুল আনীতী শ্রীহর্ষ তখন

physician of that monarch, Asiatic Researches Vol XV P 463.

১৬ বন্দর মন ৩৩ খণ্ড, ২০। ২১। ২২ পৃষ্ঠে প্রধান নাম শালিশম, যিনি নলরাজের কথা বহু হায় বিয়েছেন।

১৮ চাদর কবি পৃথুমুকের বিপদন, পৃথুমুক ১৬৯২ অর্থ মহামায়ের স্ব-স্ব যুক্তি নিহত হয়েন।

২০ “বন্দরমন” তৃতীয় খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা।

২০ সম্পদ নির্বাচন মন একান্ত বর্ষায়ের বক্তব্য ২০ বৎসর ছিল ১৬৩ পৃষ্ঠা।
পরলোক গ্রাম্য হইয়া ছিলেন অথবা চলন-পতি-রহিত রহি হইয়া ছিল। হয়। সত্ত্বা—
“রাম না জিনিশে রায়াবের” নাম তিনি সাহসীকের জীবনচরিত্র লিখিয়াছিলেন। ! বাংলাদেশ নামায় চলিয়া যাই তবে তাহার আদিশূরের সম্রাটের অনেক পরকার চলিতে হইবে। অতএব তারাক বুলার, রামদাস বাবু প্রভৃতি যে নৈস্থাক আদিশূরের পৃথিবী দাদাশ শানাইরের শেষ ভাগের লোক বলিয়াছেন একথাই আমাদের নিকট অধিক সাহায্য দিয়াছিলেন।

পরলোক আদিশূর্তা তাহার গোষ্ঠীর যতন পূৰ্ব্বে প্রত্যক্ষ পরিচয় একটি মহামৃতা করিয়া আসিতেছিলেন। নৈস্থাক আদিশূর নিজ পরিচয় তাহার আদিশূরের পুষ্ট বলিয়াছেন অর্থ আদিশূর আন্তর্জাতিক আদিশূরের লিখিত কিস্তিচারি পঞ্চ রিপরের অন্তম বিষ্টিসমুখিত ছিল। ২১ সহস্র নিবারণে লিখিত হিসেবে “নৈস্থাক মুক্তালীফার” লিখার দৃষ্টান্তে মেধাত্মিক নামাই মুক্তালীফারের নামাক্ষর করিতে হইবে, একথা; আমারা একটিকে শীঘ্র করিতে পারি না কেননা আদিশূরের নামাক্ষর যদি মেধাত্মিক হইত, তবে বিস্মিষ্ট তাহার কেন অমাজ হইত; যখন

কোথাও নাই তখন বীর্যক করিতে হইবে যে তদ্ভাবে গোষ্ঠীর মেধাত্মিক নামাই আদিশূর আন্তর্জাতিক পঞ্চ বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হইল, আদিশূর পৃথিবী নৈস্থাক করিয়া ইহার উভয়ে অন্তর্ভুক্ত হইল। কারণ এই এক জনের ছুই পিঠা থাকা অসম্ভব ও অসুস্থিতি বাধার। আদিশূর এই বিষ্টিসমুখের বিশাল মহামৃতা নগরে নৈস্থাক হইয়া আদিশূর আন্তর্জাতিক মেধাত্মিক নামাই আদিশূরের সহিত অন্তর্ভুক্ত করিল। করিয়া তাহাকে বলিয়া কবি শানাই ছিলেন তাহার যুগে কুটিরায়া পাইতেছে। ইহার শ্রুতি বিষ্টিসমূহে বিষ্টিসমূহে, কেননা নৈস্থাক আদিশূর যদি বাংলাবিহিত বলিয়া করিতে হইতেন তবে আমার সৌভাগ্যে হইতে। পুরাতন লিখিত আদিশূরের পূর্বাভাস আদিশূরের নৈস্থাকে নৈস্থাক করিয়া এক গোলাম বাধাইয়াছেন। বাংলার নৈস্থাক আদিশূর যে আদিশূরের অন্তম পূর্বাভাস হইতে অনেক পরকার অন্তম ব্যাপ্তি এবং নৈস্থাকে যে পৃথিবী দাদাশ শানাইরের শেষ ভাগের লোক তাহার কেন তুল নাই।

কেম বলিতে পারেন, যদি নৈস্থাকে আদিশূর নুপূরাসনের সহিত করিয়া

২২ আমার এই নিবারণ পাইলাম শেষ করিয়াছি—এমন সময়ে হইতে পাইলাম বামুনের কেন লিখিয়াও এসময়ের উক্তি নিখে করিয়াছেন। বামুন, তৃতীয় খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা (১২৮৩)।
কাল অভিবাক্তি না করিতেন তবে তিনি গৌড়ীয় রাজাদের বিষয় এত পরিমাণত খাঁকিতেন না, কেননা তিনি "গৌড়োক্তীশ-কুল-প্রশম্প" অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজাদের রক্ষার্থে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বাহ হয় এই কথায় এই মাত্র বললেই যথেষ্ট হইবে যে বিভিন্ন দেশের লোক কর্তৃক এরূপ গৌড়ীয় রাজাদের সাহায্য দিচ্ছে। তবে আবশ্যক নহে। হয় তে তিনি কখন গৌড়ের পর্যটন করিবার জন্য অস্বীকারিলেন। তখন তিনি গাঢ়সাগর-সাগর দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজাদের বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিলো, সেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক করিয়া। তখন তিনি গাঢ়সাগর-সাগর দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজাদের বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিলো, সেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক করিয়া। তখন তিনি গাঢ়সাগর-সাগর দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজাদের বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিলো, সেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক করিয়া। তখন তিনি গাঢ়সাগর-সাগর দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজাদের বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিলো, সেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক করিয়া। তখন তিনি গাঢ়সাগর-সাগর দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজাদের বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিলো, সেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক করিয়া। তখন তিনি গাঢ়সাগর-সাগর দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজাদের বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিলো, সেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক করিয়া। তখন তিনি গাঢ়সাগর-সাগর দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজাদের বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিলো, সেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক করিয়া। তখন তিনি গাঢ়সাগর-সাগর দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজাদের বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিলো, সেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক করিয়া।
প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উরতির নিয়ম।

ভারতীর ৩ চাঙ্গ ৩ সংখ্যা ১৩৩ পৃষ্ঠা পর।

পূর্বকার প্রকৃতি-বিষয়ে এককে উরতি-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের বিষয় গঠিত হওয়ার যাইতেছে। কোথায় উস্তাদ-রাজা, কোথায় জীব-রাজা, কোথায় পৃথিবীর জীব-সংস্কার, কোথায় সৌন্দর্য, সকল সংক্রান্ত পঠন করিয়া পাওয়া অতীত।

২৩ "গোড়া উক্তি, অশ্ব কুল" (পৃথিবী-পরিপুর্ণ) "কুল প্রশিক্ষণ" (প্রশাসন) অর্থাত গোড়ার মূলতিকূলের প্রশাসন।
আছে, নিয়মের বশবত্তক হইয়াই তাহা লেগে-স্থানে আছে। লুপ্ত কেন ওঝান, পূর্ববা কেন এখান, উচ্চিষ্টের মূল কেন নিয়ে, লাইগ-আলাইগ কেন উল্লেখ, মহুয়ার চক্ষু কেন উল্লেখ না, রসন। কেন তাহার নিয়ম স্থানে, বিভিন্ন ভিন্ন বস্তু এই বিরন্ত ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন—যাহ। লাইগ। সম্পাদক অগ্নিতের বিভিন্ন-বিষ্নায় নিয়মেই তাহার যুগ;--এ ত গেল আকাশে অবিভিন্ন; এমন আবার ঘটনা-স্কলের কালে-অব- বিভিন্ন ও নিয়ম-স্পার্ক; বিভিন্নতার পূর্বে কেন ঠিক এই সময়টে হইল, ফরাসি রাজা-বিখ্যাত কেন ঠিক অন্যদিক সময়টে হইল, তাহার পূর্বেই-বা না। হইল কেন, তাহার পরেই-বা না হইল কেন? নিয়মই ইহার মূল।

বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন দেশাবন্ধে অবিভিন্ন যে নিয়ম, তাহা বিভিন্ন নিয়ম এবং বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্ন কালাবন্ধে অব- বিভিন্ন যে নিয়ম তাহা গতির নিয়ম বলিয়া উক্ত হইতে পারে; কিন্তু বিভিন্ন এবং গতি উভয়ই পরস্পরকে অপেক্ষ। করে, উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে একেবারে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না;--বস্তু-স্কল যখন অনেক মেশ-হইতে আনিয়া এক-একে মিলিত হয় তখন পরস্পরের গতি পরস্পরের কর্তৃক প্রক্ষিত হইতে বোধ হয় বুঝিলা প্রথমে গতি হইতে পারে না; অনুহারন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতের। ইহা একবারই প্রথম-ব্যবস্থার করিয়াছেন যে, কোন গতি একবারে রূপ হইলে তাহার এক দিকে আর এক দিকে আর এক দিকে আর এক দিকে আর এক দিকে আর এক দিকে আর এক দিকে আর এক দিকে। যে, চিত্র-বাংলা তাহে যেমন মন থাকিতে পারে না, গতি-বাংলা তাহে তেমনি জড় বন্ধ থাকিতে পারে না; অতএব অপেক্ষাক গতিরহে বিভিন্ন বিবর্তন তাহা কোন অর্থ হইতে পারে না; গতি-শেখর ও অপেক্ষাক অনবস্থিততার আঁকার অনব- স্থিতি বুঝায় না; বিভিন্ন এবং গতি যখন এই রূপ পরস্পরের অবস্থিতি অন্যদিকে বিভিন্ন নহে। অসম- শেষ-হইতে প্রথম-শেষের এক-একে শেষ হইতে অন্য-শেষের বিভিন্ন সাধারণ হইতে অন্য-সাধারণের পরস্পর সাধারণ হইতে অন্য-হইতে এক হইতে অন্য হইতে বিভিন্ন সাধারণ হইতে অন্য সাধারণ।
অর্থনঃ—উন্নতির নিঃসরণই সেই মূল নিঃসরণ,—
 দেশকলার তাব্দি তাব্দিকালে স্থির এবং গতি উভয়ের মধ্যে পাক্ষিক-পরিবর্তন করত
 উন্নতি-পথে ধার্য হইতেছে।

আমাদের দেশের পূর্বতন শাসনকর্তারের
 হস্ত-স্থিতি-প্রলেয়ের নিয়মগত সমুদায় জগ-
 তের মূল নিঃসরণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া-
ছেন,—আমের তীব্রতাকৃতি বলি নির্দেশ করিয়া-
ছিলেন;—স্থিরকৃত ভাব এই-আর একটি কথা
 বলিয়া হস্ত-স্থিতি-প্রলেয়ের নিয়মই উন্নতির
 নিঃসরণ;—আমার বলি, প্রলেয়ের উত্তরকালিন
 যে মূলত্ব স্থিতি কায়। পুরুষ-স্থিতির সৃষ্টি
 সংস্করণ স্ট্রায়। তাহার উন্নতি সৃষ্টিকে এক ধার
 উষ্ণ করে অবিনিত।

স্থির এবং গতি এই চুরি মূল বায়ার
 বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্যরূপ-বিষয়, ধার্মি-
 কিতে জ্ঞান স্থির-প্রলেয়, সাংসারিক জ্ঞানের
 বস্তু এবং বিশ্লেষণ, আমের চলিত জ্ঞান
 ভাব এবং গতন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে;
 এতদুপলক্ষে বাণী মেন রাখা কর্তৃক তাহ।
 আর কিছু নয়—উচ্ছতর হৃদয়ের
 জন্মলঃ(উন্নতির অন্তয় গভীর উচ্ছতর
 আর্কতর হৃদয়ের জন্মলঃ বিক্ষোপে,
 উচ্ছতর স্থিতির জন্মলঃ এলাই উচ্ছতর বস্তুর
 জন্মলঃ বিশ্লেষ, ভাব করিয়া গতন্ত্রের
 জন্মলঃ ভাবে, এই। ভাবি আধারণের
 সহিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট নিজস্ব, কিভাবনি ভাবি নিদ্রায়
 সহিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট আধারণ, ধূসরে যজ্ঞে
 জীবনের বিশোধতা—বেদনানি ভাবি স্বাতের
 সহিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট প্রলেয়ের অন্যন্য ভাবি
 প্রলেয়ের সহিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট স্বত্ত্ব ধূসরে

অথবা অন্য একটি ব্যাপক স্থল অর্থাৎ, তখন
 পূর্ব-সিদ্ধান্তের অর্থার্থ সম্পূর্ণতাতে
 সংশোধন করিয়া লইয়া যাইতে এই।
ভাবের বশবর্তী হইয়া যায়। অন্য সকল
বস্ত-হইতে—সমুদায় জগত-হইতে—আপনাকে বিশ্বাসিত করিয়া—সৃষ্টি-রূপ-রূপে
সমর্থন করা—আপনার স্পষ্ট অভিব্যক্তি সাহস করা—উপদেশের প্রধান প্রশ্ন
করি। বিচার আর এক দিকের দেখা যায়
যে অনেক সময় আপনার অভিব্যক্তি
সাহস করে, আপনার আপনিশ সাহস
করিতে হইলে অনেক অনাবশ্যক
সদা সংগে আবশ্যক হয়—স্বতঃস্ফূর্ত
অনন্য হইতে সহস্র বিশ্বাসেরও করিতে
লে অনেকের সংগতি আপনার সম্মত বিলুপ্ত
হইতে নাই হয়। অতএব অনন্য-হইতে আপনাকে যে বিশ্বাসের বাধা কতক দুরে
পার্থিক তাল, তাহার ওদিকে গেলে তাহা
প্রতি-প্রতি কর্ম্ম হইয়া পড়ে; মনের
অনন্য স্পষ্ট রূপে উপদেশের করিতে হইলে
তৎপূর্ন্য বিন্দু কলির অন বিচারের
সম্মত পরিচিত হয়। আবশ্যক না হইতে
ধারণ করা যায়; যেহেতু মনের কোন
সম্মত নাই; যী মনের তালাহ সংগতি
তালাহের ক্যান সম্মত নাই; যী মনের
ধারণ করিতে হইলে তাহাকে
কোন আপনার সংগতির পরেই সম্মত
জন আলিঙে একটি প্রতিটি দুর্নীতি
হয়।—কেনার অনন্য প্রতি মাত্র
ধারণে হইলেই তাঁহার চিন্তা। গীতা সম্মত
োরূপ হয়। হাতের
অতএব বিচারের অধিক আর কিছু নয়,
কেবল আপনিশ্বর বাণীর অন্য অনুষ্ঠা
হওয়া মাত্র। প্রথম বাণী মনোরে মনোরে
কর্তা এই যে, সংসার-হইতে পৃথিবী
ধারণ, নির্দেশ থাকিয়া, সংসারের জন্য
গামন হওয়া; যাতে প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
বিষয় অব প্রতি পাথেয়-সাহস উপার্জন
করা—আপনার উপকার সাহস করা;—
অতএব এসময় অনন্য-সম্মত-হইতে আপনাকে
বিশ্বাসিত করিয়া বক্তার উদ্দেশ্য
সংগতি হওয়া, আবশ্যক। কিন্তু
বিচারের মাত্র-পূর্ণ নিহিতেই বন্ধনের
পালা উপন্যাপ হইয়া, এবং এমনি নির্দেশে
বন্ধন অর্থ তাহার স্থান অধিকার করে
যে, বন্ধনকে বিশ্বাস-হইতে পর বলিয়া
মনো হয় না।
সন্ধ্যা প্রথম বহু মনোরাসন সমুদায়
জগত-হইতে ভিন্ন করিয়া আলিঙ্গেয় করে,
পার্থিক পক্ষেও অনেক অধিকতর রীতে
করিতে চায় না; সচরাচর লেকে এই
ভাবের উপর কর প্রথম করিয়া
কিরকালায় পার্থিক বিষয় এবং
অব প্রতি প্রতি উপার্জন-
পূর্ণ আপনার অভিব্যক্তি সাহস
করে; তাহার পরে সময়ের মাত্র। পূর্ণ
হইলে যখন সম্পন্ন-প্রথম তাহার মনো
নাম এরূপ কর করে, তখন তাহার সে
ভাবের একত্রেই ভাবিত হয় পড়ে;—
অনেক সহিত আপনার যোগের সত্য তখন
স্পষ্টরূপে ভাবের উপর অধিকার করে;—
তখন নিশ্চিত পদ্ধ যে অনেকের সহিত ভাবিত—
তাহার আপনার সম্মত ব্যাবহার নাই;
পরম তাহার আর। পরিপালন; হয়।
এবং আলোকের মিলন যেমনে উভয়েরই
পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সম্পর্কের হইতে বেদনা অর্জন করিয়া ইহা আর করিতে হইবে।
<table>
<thead>
<tr>
<th>প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বারিক বজ্রতা এবং দলীয় বস্তু নিঃর্গেণ করে।</td>
</tr>
<tr>
<td>গৌহার্ডান রূপে যে একটি মূলের আদর্শ আছে তাহার শাখাগত ভৌতিক</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবিধান করিবার কন্যা সেই আদর্শের উক্ত শাখা-সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদের করিয়া তাহার প্রতি বিশেষ সমর্পণ করা আবশ্যক।</td>
</tr>
<tr>
<td>েডেন নিুটন বিজ্ঞানের দর্শনের প্রতিরূপ করিয়াছেন বিষয় কায়াস্বয় অবিশ্বাস হয়।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## প্রতিযোগী প্রশ্ন

1. গৌহার্ডান রূপে যে একটি মূলের আদর্শ আছে তাহার শাখাগত ভৌতিক প্রতিরূপ তথাবিধান হয়।
2. বাল্যমায়া উক্ত আদর্শের একটি কালক্রমে মূল বিকৃতি হইয়া পাদপত পারে।
3. তাহার মূলে না হয় একমাত্র শাখা-পশ্চাদ যাত্রা।
4. বাহাতে অনুপ্রাণিত তাচের্ডু তাল্পর তথাবিধান করায় তাহার তাল্পর সমর্পণ।
5. নিউটন বিজ্ঞানের দর্শনের প্রতিরূপ করিয়াছেন বিষয় কায়াস্বয় অবিশ্বাস হয়।

## সমাধান

1. গৌহার্ডান রূপে যে একটি মূলের আদর্শ আছে তাহার শাখাগত ভৌতিক প্রতিরূপ তথাবিধান হয়।
2. বাল্যমায়া উক্ত আদর্শের একটি কালক্রমে মূল বিকৃতি হইয়া পাদপত পারে।
3. তাহার মূলে না হয় একমাত্র শাখা-পশ্চাদ যাত্রা।
4. বাহাতে অনুপ্রাণিত তাচের্ডু তাল্পর তথাবিধান করায় তাহার তাল্পর সমর্পণ।
5. নিউটন বিজ্ঞানের দর্শনের প্রতিরূপ করিয়াছেন বিষয় কায়াস্বয় অবিশ্বাস হয়।

## উন্নয়নসূত্র

- গৌহার্ডান রূপে যে একটি মূলের আদর্শ আছে তাহার শাখাগত ভৌতিক প্রতিরূপ তথাবিধান হয়।
- বাল্যমায়া উক্ত আদর্শের একটি কালক্রমে মূল বিকৃতি হইয়া পাদপত পারে।
- তাহার মূলে না হয় একমাত্র শাখা-পশ্চাদ যাত্রা।
- বাহাতে অনুপ্রাণিত তাচের্ডু তাল্পর তথাবিধান করায় তাহার তাল্পর সমর্পণ।
- নিউটন বিজ্ঞানের দর্শনের প্রতিরূপ করিয়াছেন বিষয় কায়াস্বয় অবিশ্বাস হয়।
ইহাতেই তাহার এট মহিাম। আমাদের পুরুষ-পুরুষেরা। আমাদিগকে যাহা দিয়া নিয়াছেন তাহার প্রতি অবহেলা। করিলে আমরা কখনই উদাত্ত-লাভে সম্বন্ধ হই না। পরে সে-সকল বিষয়কে মাঝারি। ঘরিয়া জোগল-হইতে মুক্ত করাই উদাত্ত-লাভের একমাত্র উপায়। মনে করে কোন ব্যক্তি আমাদের কৃতি-কার্যের শিক্ষা করিল, কারণ তাহার সহিত আপন সম্পর্কের নাই। কাজ শিক্ষাকাৰ্য্যে শিক্ষা করিলে আরো করিল; পরে কুষ্ঠিকার্য্যে গেল, শিক্ষকার্য্যে গেল, বাধিতা-বাধিতা। শিক্ষা করিলে আরো করিল, এইরূপ নিতান্ত সত্য আরো, যাহার সহিত পুরুষের কৃষ্ণাণ সম্পর্কের নাই তাহাতে মহিাম। যত উদাত্ত লাভ করে তাহা বুঝিতে পাইতেছে; এ যেমন, তোমাদের কোন সমাজের বিদ্যাসাগর অশ্রু পুরুষের সহিত কোন সম্পর্কের না রাখিয়া। কেবল সত্যের পথই দায়িত্ব হয়। তাহার। সেই দশা উপাত্তিত হইয়া যায়। তাহার। সেই আদর্শ-আদর্শের কার্যে আরো করিল; সেই আদর্শ-আদর্শের উদাত্ত-লাভের উদাত্ত-লাভের করিতে হয়, স্বতং পুরুষের সত্যে পক্ষাবলীর মিল হইয়া। উদাত্ত-লাভের পক্ষে অত্যন্ত একটি প্রাণীজ্ঞানী বাঙালি,—এমনি প্রাণীজ্ঞানী যে তা নিজেই নয়। আধুনিক ব্রহ্ম-সমাজের এখন নাকি বিকার-স্বরূপ উপাত্তিত, তাই সমাজ-সংস্থার আপন পুরুষ-পুরুষের প্রতি অস্বত্তিতে এ-কৃতি বিষয়ের বাংলায়কে অনেকে একাধান বসাইতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হন না।—সে যাহাই হউক, ন বেড়া সমাজ-সংস্থার মাত্রেই পুরুষ-পুরুষবিদে বাছিয়া আদর্শের বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত অগ্রভাবে ইহাতেই আদর্শের কর্তৃত্ব করা। আর। একথাপুরুষ অগ্রসর করিয়া। দেয় মাত্র; কিন্তু পুরুষের বাণীয় মহিাম। মললাতির অবিচ্ছিন্ন দেবতা, তাহাকে মলল-স্বতি নিয়মিত কর। আবশ্যক; পুরুষ-পুরুষবিদের সম্পর্কে বাছিয়া আদর্শের। আদর্শের। দেশের পুরুষত্ত্বের কোন মহিাম বলিয়াছেন।” গানমাউক চক্রীকারিতাৰন। তাহার। স্বাধীনতার নো ইতরানি।” আমাদের হচ্ছিল গুলিই তোমাদের কাৰ্য্যক। উপায়, অন্য গুলি নয।

মূলের আদর্শের শাখাদিক্ষরসঙ্গায় সকলের জীবনে। হইতে বিলিতি করিয়া। দেখা, উচ্চতে নীচ হইতে, আশ্চর্য করিয়া, নীচ হইতে, পরমায়োজন গণ্নহইতে, বিলিতি। করিয়া।

dেখা, হচ্ছি। পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক একজন। বিলিতি বিলিতি। এখানে সর্বমহুল। প্রাধান্যের বিকার করিতে হইবে। সম্পত্তি-ধনের ফল যেমন সর্বমহুল। বিলিতি। সমাজ-বন্ধনের ফল সেই। আদর্শ। বিলিতি; সম্পত্তি-ধনের হইতে যেমন সর্বমহুল। প্রাধান্যের বিকার করিতে হইবে। সমাজ-বন্ধন হইতে সেই। আদর্শ। উচ্চ হইতে উচ্চ হইতে আদর্শ। (Idea) আর। হইতে বিলিতি। সমাজমানী, সমাজমানী, সমাজমানী তাহার। প্রাধান্য। নানা। আকারে পুরুষমুহূম্বে। প্রাধান্য। হইবে।

একথাতে নিজস্ব। এই যে, মূলের সেই যে আদর্শ তাহ। পদার্থ। স্বপ্ন। তাহ। ইহাতেই উচ্চতে এই যে, আধুনিক। সমাজের অন্যতম প্রতি। আধুনিকভাবের অভিজ্ঞতাই সমস্ত অভিজ্ঞতাই সমুদ্র আদর্শ। এবং সেই মূল আদর্শ।
ব্যক্তিবিশেষে, বংশ-বিশেষে, জাতি-বিশেষে প্রতিফলিত হয়। বহুধর-বিচিত্র শাখা-আদর্শ পরিণত হয়; ইহাতে করিয়া শাখা-আদর্শ সকলের মূল গতি একস্থান এবং শাখাগত বৈচিত্র্য উভয়ের সংহতি সংঘটিত হয়; এখন বলা এই যে, শাখা-আদর্শ হইতে ক্রমে মূল আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই ভক্তি এবং মহান পথ। আধ্যাত্মিক ভাবে অভিব্যক্তি সম্ভব, যে মূল আদর্শ, যাহা সম্প্রদায়ে কোন দেশেই সংস্কার না হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অংশেই সংস্কার না হইতে। এক কথায় এই যে, আধ্যাত্মিক ভাবের ঐকান্তিক অভিব্যক্তি প্রত্যাহারের ঐকান্তিক অভিব্যক্তি সকলের কোন প্রদেশেই সংস্কার না হইতে। একটা কোন সমাজ ধরা যায়ক —যেমন বঙ্গ-সমাজ; বঙ্গ সমাজের আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তি যে অংশে হইয়াছে তাহাই বঙ্গসমাজের সামাজিক আদর্শ বলিয়া নির্দিত হইতে পারে; এবং বঙ্গসমাজের জন-সংগঠনের মধ্যে যে-কিছু বহুভার বহন করিয়া তাহা কৃতি সামাজিক আদর্শের উপরেই নির্ভর করে; বঙ্গসমাজের প্রাচীন আদর্শ-পুরী মধ্যে কোনটি দেখিতে শুনিতে ভাল যে সকল ক্ষুদ্র-বহু তাহাতে ফ্রম হইতে ইতি জন-সংগঠনের অভিজ্ঞতা যায়, এবং সেই সৌন্দর্য মূলক নির্ভর করিতে আদর্শের মধ্যে হইতে বিশেষ কোন একটি আদর্শ বিশেষ মহান-ভার হইয়া ধারিত হইয়াছে; এইচুরণে যথাই তেহে যে, সামাজিক সৌন্দর্য-বক্তা সৌন্দর্য ধারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল-আদর্শের শাখা-আদর্শ বলিয়া যাহা কিছু প্রতিফলিত হয় তাহাই স্বর্ণ-শাখাদের বাচা; মূল-আদর্শ অমূর্ত পাশা-আদর্শ তাহাই মূল-বিশেষ; অমূর্ত আদর্শের সৌন্দর্য নামে অভিহিত হয়; কথা-ব্যবহারের হুকুম, আচার-ব্যবহারের হুকুম, আচার-সর্গের হুকুম, তাহাতে যে অংশে অমূর্ত আদর্শ সৌন্দর্য হয় তাহা সেই অংশে স্বর্ণ বলিয়া প্রতিফলিত হয়; কিন্তু সৌন্দর্য-হইতে মহান দিকে অগ্রসর হইতে হইলে সেই অমূর্ত আদর্শকে তাহার মূল-বিশেষ হইতে বিশেষ করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি-সমর্পণ করা। আদর্শক পাশা-সংগঠন-সকলের অভিজ্ঞতা-হইতে সমাজের মূল পৈতৃক আদর্শ উদ্ধার করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি-সমর্পণ করা আদর্শকাহনি, তিনি কোন সমাজেরই সামাজিক উন্নতির উপাদান নাই। সৌন্দর্য-হইতে মহান দিকে উপন্যাস করা, এবং সৌন্দর্য-হইতে উদ্ভূত সৌন্দর্যের উপন্যাস করিয়া জন একত্র করিয়া হওয়া–একই কথা; সর্বাধিক এক অন্তর্ভুক্ত মূল আদর্শের সৌন্দর্য তাহা সর্বাধিক উচ্চত্ব সৌন্দর্যের হুকুম কথা পরে আবিষ্কার করা। আদর্শের পরে আবিষ্কার হইয়া সকল আদর্শের একই সার্থ-ভৌতিক মূল-আদর্শের শাখা-মূল্যাত্মা-নিরব্যাহ অভ্যাসকে শাখা-আদর্শের অভ্যাসকেই মূল-আদর্শ-
প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

বর্ষমান, এবং মূল-আদর্শর মধ্যে সমস্ত শাখায়-আদর্শ বর্ষমান; যে আদর্শ-মূলসার জীবদেহ রক-সংকানন হইতেছে সেই আদর্শ-রূপসারে মহাকাশে শচ্চিন্ত সম্পর্ক করিতেছে—অর্থাৎ আদর্শের সার্বভৌমিক মূল-আদর্শ উপলব্ধি করিবার এই যে তাহার যাহা সমস্ত শাখা-আদর্শকে সার্বভৌমিক মূল-আদর্শ দ্বারা পরিবর্তন এবং পরিপূর্ণ দেবিতে চায়, ইহাই উন্নতি-সংগ্রহের যথেষ্ট ধাপ; এই যথেষ্ট ধাপটিতে সর্বভৌমতে পর-মাত্স্যই এবং পরমাত্মই সর্বভৌমতে দর্শন করিবার ভাব, সার্বভৌমিক বন্ধনের ভাব, অতি উপদেশ হয়। সমস্ত কালের মধ্যে, সমস্ত আকাশের মধ্যে, অমর-বাস্তুর মধ্যে, তাহ অবিভক্ত মাত্র মধ্যে পরমাত্মা-সত্যের মধ্যে কাহারো মধ্যে ব্যবধান নাই সকলের মধ্যে গোপুর বুঝিয়াচে—সত্যের অমূলকতা এই যোগের ভাবে উপন্যাস করা সাধনের চরম ফল।

যে ছাপের ধাপ পরপর প্রমিত হইল তাহা হুই ধাপ বিভাজন—প্রথম ধাপটি নির্মান প্রতি আর্থ কারণ-হইতে কারণের দিকে তাহার লক্ষ্য—এবং ভিতর ধাপটি উদ্ভাবন অর্থাৎ কারণ হইতে কারণের দিকে তাহার লক্ষ্য। সাংখ্য-তাত্ত্বক প্রথম ধাপটি অঙ্গুলিপী প্রতিলিপি এবং ভিতর ধাপটি প্রতিলিপি বলিয়া উক্ত হয়। কারণ হইতে কারণের প্রতিনিধিত্ব হইবার জন্য যে-টি চাইতে এই—কারণের পাদদেশ-রাজনি বিশেষ করিয়া সম্পাদন, কেননা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ এক-হইতে কারণ উপলব্ধ হইতে

পারে না,—চূড়ায় সম্পর্কিত যে, এক, সেই-এক-হইতেই কারণ প্রদূত হয়; শুদ্ধ যোগ বীজ অর্থাৎ শুদ্ধ যোগ মূলচতুর্থক—কুকুরের পদের কারণ নহে, পরমাত্মা উভয়ের সমানসারে রূক্ষকোণতের কারণ; শুদ্ধ কেবল অস্ত্র। অর্থাৎ শুদ্ধ কেবল শরীর দর্শন-অব্যাপ্তির কারণ নহে, পরমাত্মা উভয়ের সমানসারে তাহার কারণ; অতএব কারণের পদের পুরুষের প্রথমতঃ বাক্য-ধরনের বিশেষণ চিহ্নিত যত: বাক্য-ধরনের বিভাজন এই ছাড়াই এক প্রকার নিত্যই অবস্থায়; কারণেই প্রথম থাকিলে তিনটি ধাপে বিভাজন হইতে হয়।

১ বাক্য-বিশেষণ
২ দাস্তার-ক্ষণ
৩ সত্য-বিশেষণ

এই গেল অস্ত্রলোম-পদ্ধতি; অতি-লোম-পদ্ধতি কি? না কর্মেতে কারণ-মূলক আদর্শের যে মূর্তিতে তাহার ধায়ের হইতে উক্ত আদর্শের সম্পর্কে ভাবে উপন্যাস করা, ইহাই বলে করণ-হইতে করণের উপন্যাস করা। সত্য-উপপাদনের অস্ত্রলোম-পদ্ধতির চরম তাপের, পির্যাড়া সাতার বিশেষ-ছোলি বিশেষ-বিশেষ দেশ-কাল-অবস্থার বিষয়ে হইয়া। সমর্থণে বিশেষ-বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হয়, সুতরাং বর্ষমান পদ্ধতির গতি বিশেষ হইতে বিশেষের দিকে; অতিলোম-পদ্ধতির গতি ঠিক তাহার বিপরীত দিকে—সাদৃশ্য হইতে সার্বভৌমিকের দিকে। প্রথমতঃ সমাজ-বৃদ্ধির লক্ষ্য সাধনের
প্রতি—জন-সাধারণের প্রতি; জন কি? না যে বালি জন্ম-ঘোষ করিয়াছে—(এখানে নকর পরিভাষা-মতে) বিশেষ হইতে বিশেষে পরিণত হইয়াছে; সাধারণ কি? না যাহা তাহাইগুলোকে এক-সঙ্গে ধারণ করিয়া রাখে—বিকৃত হইয়া পড়িতে না দেয়—এমনি সকল ঐক্যবাদের আদর্শ; বিভিন্ন সমাজের উত্তীর্ণ-সাধন করিয়া হইলে সেই আদর্শ-গুলিকে বাড়ে ডাল-পালা হইতে বিকৃত হইয়া লোকের চেষ্টা ধারণ করা আবশ্যক; এথেম সমাজ-সংঘ-কেল্পে লোকের। সাধারণ আদর্শ এবং তাহার বিশেষ বিশেষে অবয়ব উভয়কে খুব-সুন্দর একটি একত্র দেখে; বাঙালি বালকের চরিত এক পদ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—যেন আধুনিক আদর্শও যা রাখা তা—দুর মধ্যে কিছু মাত্র প্রদর্শন নাই;—আদর্শ এবং আদর্শের মধ্যে এই রূপ যে একটি লেপ-ভাব ইহ। গোষ্ঠীগণ—প্রধান—ইহা হইতেই করিয়াগের কার্য উল্লেখ হইত; এখন যেন সংবাদ-পত্র সমাজের নিম্নাক, পূর্বে সেইপূর্ব করিয়াদের কার্য এবং গান সমাজের নিম্নাক ছিল—কিন্তু এক একবার চিত্রকলা চেতিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, লোকের সাঙ্গা-বৃদ্ধি দুর্ঘট সঙ্গে তাহাদের মধ্যে গো-বৈধিকের রূপে হইতে থাকে—এবং সেই বৈধিকের আধিক এমনকি একের আদর্শ-গুলি চাহে। পড়িয়া যায়; এই সময়ে সমস্তাত্‌ বালিকা উক্ত বৈধিকের মধ্য-হইতে সেই আদর্শ-গুলিকে উদার করিবার জন্য সচেতন হন—এই সময়ে মহুয় ভাব বক্তব্যের রূপান্তরের আদর্শ-গুলিকে তাহার বিশেষ বিশেষে অবয়ব-সমূহ হইতে বিদ্যমান করিয়া শান্তি-পাবনের উদ্দেশ্যেই করেন (শান্তির অর্থ আর কিছু নয় শান্তি-প্রণালী), ক্যানের ভাব বাক্যাত্মক অপভ্রংশকে তাহার আশপাশের ক্রীতদাতা। হইতে বিদ্যমান করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, ইত্যাদি।

তৃতীয়তে: সেই আদর্শগুলি সমুদ্রায় জন-সাধারণের মধ্যে পুনঃপুনঃ-রূপে অর্জন করত প্রচুর বৈধিকের মধ্যে একক-সাধন করে—এইখানে পৌঁছিলেই জন-সাম্য রীতিমত একটি আকার পায়।

পরে এই প্রতিলিপি পর্যায়ে অবয়ব ভিন্ন কিনা না করার জন্য অন্যতম আদর্শের সৃষ্টিতে ভাব, কার্যহইতে মৃত্যু আদর্শের বিশেষ এবং কার্য-সৃষ্টিতে কারণের সর্বময় ভাব; এই ভিন্ন তার নিয়মিত ভিন্ন ধাপে পরিণত হয়, যথা—

1 আদর্শ-যুক্ত বক্ষন
2 আদর্শ-বিশেষ
3 সাধারণ বক্ষন

যেমন বীণা-কৌে অঙ্গের স্বদেশ ইহার ভাষায় এক-সিক্ট-হইতে অন্য-দিকে পাখার পরিবর্তন করে যেই রূপ ভাব সংসারের অন্যের প্রতিশোধে-হইতে আত্মপ্রশাসন প্রদত্ত এবং প্রতিদিন প্রতিদিন হইতে উচ্চতর অন্যের প্রতিশোধকে পাখা-পরিবর্তন করে; অতএব নিয়ে উক্ত প্রক্রিয়া পাখার প্রাত্মপাদি সংরক্ষিত হইল, এবং তাহাইগুলি খাম।
প্রশ্নিতির সংস্থাপন পাওয়া যায়,—সেই 
সংস্থাপন—যেখানে আত্মপ্রভাব এবং 
দেব-অন্য পরম্পর পরম্পরের আকর্ষণ 
মিলিত হইয়া অস্ত্র স্য প্রতিসংশয় 
হয়; অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ এইভাবে পাওয়া যাইতেছে ।

অনুলম্ব পদ্ধতি প্রতিলোম পদ্ধতি

সা—ব্যাক্তি-বিশেষণ
মা—ব্যক্তি-বিশেষণ
রে—দাস্তা-বচন
গা—মূল-বিশেষণ

নি—উচ্চ-পদ্ধতির সংস্থাপন

অন্তম সা—উচ্চতর ব্যাক্তি-বিশেষণ 
অর্থ উচ্চতর অভিব্যক্তি-সাধন ; এই সা 
হইতে আবার উচ্চতর রে গা মা পা প্রভৃতি 
চিন্তা এবং ভাবারও অন্তম সা হইতে 
আরো উচ্চতর রে গা মা প্রভৃতি চিন্তা— 
উচ্চতর রে গা মা প্রভূতি চিন্তার অনুসারে কোন-কোনের অন্ত হইবার নাই।

এইরূপ পদ্ধতির সংগঠনের পর্যায়-ক্রম এবং অনুলম্ব প্রতিলোম 
পদ্ধতির পর্যায়-ক্রম মিলিত হইয়া 
সর্বফল উৎপাদন করে; এবং এক কথা এই 
ঋতু বিভিন্ন মিলিয়া। একটি সমষ্টি হয়, 
যথা (১) অনুলম্ব পদ্ধতির তিনটি ধাপ; (২) 
প্রতিলোম পদ্ধতির তিনটি ধাপ; (৩) অনু 
লম্ব পদ্ধতি ; প্রতিলোম-পদ্ধতি ;—এবং 
উভয়ের সংস্থাপন এই তিনটি ধাপ, এই 
তিনটি ধাপ।
রূপ-বাঁটি কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

চিন, কুমে কুমে সব টেরে পাঘে।” তাদের সেখে আমার কি মনে গোড়া জান। আমাদের দেশের একজন স্বল্প চিনতে যখন এখন। রন্ধনিক, রথিনি, ধর্ষকের সব বৌদ্ধ আচার, তখন খেজের সেই পাঁচের মর্জ। দিয়ে দুই একজন টেজস্যুকার লা একবার খেজ থেকে গেলােক্ষেন, একবার খেজের মধ্যে ঢুকেছে, যেন তারা ধর্ষকের জানতে চােন “হেমন্ত ত এখেজের মধ্যে ঢুকতে পার না, এর ভিতরে কি খেজ কিছুই জান না, ঐ বেশে মো সাহসিকই খেজের অধিকারের সীমায়।”

এই রকম তাদেরও সেই মেয়াদ রহস্যময় যুদ্ধের তাদ। এই উচ্চ-গান্ধুপরা ব্যবিলন পার্লামেন্টের চুক্ত। এদের হৃদয়ের ক্ষুদ্র পর্ব থেকে ঢুকেছে এড়া। চারটির সাথে খুশু ঝুল। আমাদের কাছে Speaker's galleryর টিকিট ছিল। House of Commons-এর অবিস্কার্য গ্যালারী আছে,—Stranger's gallery, Speaker's gallery, Diplomatic gallery, Reporter’s gallery, lady's gallery—

হোসের দে কোন মেরেজের পাঁচ থেকে টেলেফোন গালারীর টিকিট পাওয়া যায়, আর, থকার অবশ্যে দেখি তুমি স্বার্থ গালারীর টিকিট পাওয়া যেতে পারে।

diplomatic galleryর কি পার্থক্য তা বল
কোনো বোলতে পারিন, আপনি যেকোনো হোসে গিয়েছি, হুই এক জন ছাড়া diplomatique galleryতে লোক দেখতে পাই নি। Stranger’s gallery থেকে বড় ভাল দেখা শুরু যায় না, তার সাথে Speaker’s gallery, speaker’s galleryর হয়ে diplomatique gallery। আপনি
গালারিতে গিয়ে ত আসলেম। পুরুলায়
ধারী speaker মহাশয় গুড় পড়াটির মত
tার সিভিলসে গিয়ে আসলেম। হোসের
সেভারা-বর্দান আসন গ্রহণ করলেন।
কাজ আরম্ভ হোল। হোসের প্রথম
কাজ প্রসারীত করা। হোসের পূর্ব
অধিশেষক এক এক জন মেহব খোলে
রাখন যে আলাপগীর আমি অন্য অন্য
দিনের জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দিত
হবে। একজন হয়তো জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য জেলায় একজন মার্টিটে অন্য
আইন-বিষয় কাজ করেছেন, মেকেন্টি
মহাশয় তার কি কোন সংগ্রহ পেয়েছেন,
ও যে বিষয়ে কি কোন বিধান করেছেন?
এই বিষয়ে মিনি বারী, তিনি উত্ত
তার একটা কীভিক্য দিলেন। সেদিন
O’donnell নামে একজন Irish member
উঠে জিজ্ঞাসা করলেন যে, “Echo এবং
আরে। হুই একটি বোলতে কাজে ভর্তুের
অভিযোগ সীমান্তের অভিযোগের যে
বিষয়ের বিষয়ে, সে বিষয়ের গবেষণের
কি কোন সংগ্রহ পেয়েছেন? আর সে
কল অভিযোগ কি খুটিনাটির অভিযোগ
নয়?” অন্য গবেষণার দিক থেকে
লার্ন বাইকের্ন নিয়ন্ত্রিত উঠে ওভানেনকে
ঘু ক্ষতি। হুই এক কথা জন্যে দিলেন,
অন্য এক এক যত আইনিক মেহব
ছিলেন, সকল উঠে তার ক্ষতি করা। উত্তর
dিতে লাগলেন, এই রকম অন্যের ক্ষতি করাই
ঝাঁক কোন পক্ষ শাস্তি হোলে বোল-
লেন। এই উত্তর প্রশ্নের যাপন
সময় হোলে পর যখন খুব করল। কথার
সময় এল, তখন হোলে থেকে অবিচ্ছে
মেহব উঠে চোখ গেলেন। হুই একটা
বড় তার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সর্বিসের
রাজি রানি দরখাস্ত হোলে বাবিল কোর-
lেন। বড় ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত
ভাল হয়, তার মুখে বীরী ও দয়া দেন
মধ্যে। ব্রাইটকে যখন আমি প্রশ্ন
শেষ, যখন আমি তাকে ব্রাইট খোলে
চিনতেন না, তখন অন্যের ক্ষতি পর্যায়ে
মুখ থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারি নি।
চুরোগ্যকে ব্রাইট সে বিষয় কি যতুঃ
করিন না। হোলে অপর অপর নেই
রই অবহিত ছিলেন, কারণ ছিলেন তাদের
মধ্যে অনেকেই নিজের আরামের
করিন, এমন সময়ে ভার্ডোনের উঠে
ভার্ডোনের উঠে মাত্র সময় যে একখানে
খাম নিত্য হোলে গোল, ভার্ডোনের পর
শুরুতে গেলে আগে তাদের বাইরে থেকে
মাত্র দলে মেহব আসতে লাগলেন, হুই-
বিষয়ের একটা পুরো গোল। তখন পূর্ব
উৎসের সত ভার্ডোনের বুধুত। উৎসা-
রিত হোলে লাগল, সে এমন চমৎকার যে
কি বলে। কিছু কিছু চৌকার করেন গোলেন
ছিল না, অথচ তার প্রতি কথা, ঘরের সে-খানে কেন লোক বোলেছিল, সকলেই একসাথে পাপটি শুনতে পারছিলো। মায়েরের কি এক রমণ যুগল খুশ বলিবা ধরণ আছে, তার প্রতি কথা মনের ভিতর দিয়ে বলে তার কাছে বিখ্যাত অবিভিন্ন বলে।

একটি কথায় জেনে দেবার সময় তিনি মুষ্টি-বণ্ট কোন এককালী হয়ে গেছেন, যখন প্রতাপ কথা তিনি এককালী নিজে নিজে দের কোন ভাই করে।

আর সেই রমণ প্রতি জেনে দেওয়া কথা দরজা ভেঙে চোখ ধরে মনের তিনত্ব প্রবেশ করে। আইরিস মেইন সলিভানের সঙ্গে ম্যাডম্যানের বাড়িতে তাকাঁ কি জানেন? সলিভান খুব হাস করে বলেন, চেঁচে মেচেছে, হটপাট কোন বলে যান, তার বক্তৃতা মনে লাগে বাংলা, কিন্তু সে ভাব বড় বেশিক্ষণ থাকে না, তার তথ্য পাওয়া ও লেখার খানে, আড়ালের মনে অন্যদিকে মুস্তিয়ে দেয়। কিন্তু ম্যাডম্যান অনর্গল বলেন বেধে, কিন্তু তার প্রতি কথা ওজন করা, তার কেন অংশ অপ্রশমন নয়, তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বলেন কোন ধরে মনে নেন, না, কেন না দে-ঘরম বলপূর্বক বললে প্রভাবকেই আড়ালের মনে তার বিচ্ছেদের কাছে বলেন না, তার বিশ্বাস মনে করেন, এই কথাতেই তার দেখেন, তিনি খুব তুচ্ছের সঙ্গে বলেন বাংলা, কিন্তু তাত্ত্বিক কোনের বলেন না; অনেক হয় যার মূলধন তার নিজের খুব অস্বীকার

বিখ্যাত। ম্যাডম্যানের বক্তৃতা যেমন খামন, অন্যখানে হৌস শূন্যের মোহে গেল, চিহ্নের বেঙ্গের ৩৭ জনের বেঙ্গে আর লোক ছিল না। ম্যাডম্যানের পর মিলে যখন বক্তৃতা আরতি কোরেন, তখন এই নির্দেশ বেঙ্গে লোক ছিল না বলেথে বসে, কিন্তু তিনি কাঁতা হবার পাচ না, শূন্য হাটেকে সদৃশচে কোরে তিনি অস্ত্র দীর্ঘে এক বক্তৃতা করেন, নেই অবস্থায় আমি অস্ত্র দীর্ঘ এক নিত্য। বিদুই; তুই একজন মেহরাব, বাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তারা কেউ যা মন্ত্রণ গম্প কোরেছিলেন, কেবল চোখের ওপর টুপি টুপি দিয়ে ভিতরের পাথরচারি পর রাজ্যের প্রধান মঠে হবিষ্য যখন দেখেছিলেন। হোসে Irish memberদের ভারি বংশানো; সে এবারে যখন বক্তৃতা করতে ওঠে, তখন হািলে যে আরাধনা উপস্থিত হয়, সে আর কি রাখবি? চারাকে থেকে ঘোরতর কোলাই আরাধ্য হয়, আজ্ঞামেধের বাণিজ্য মনের দেহ ‘ইয়া ইয়া’ কোরে চোখে থাকে, বিশ্বাসপূর্বক hear hear শব্দে বকার বার বার যায়, এই রকম বার পেয়ে বকা আর আশ্বাসপূর্বক কোরেতে পারেন না, দুঃখ ঘোড়ে ওঠেন, আর তিনি যতদী রাগ কোরেতে থাকেন ততদী হাস্যাস্পদ হন। আইরিসের মেধেরে। এই রকম ত্বরাত্মক হয়ে অজ্জিকাল খুব প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েছেন। হাউসে যে কোন কথা গুঠে, প্রায় সকল বিচ্ছেদই তারা খাঁরা দেখেন, আর প্রতি অভাবে এক জনের পর আর
| লাবলে যদি গোলে না পড়ে,তাহেলে তাদের কি ছাড়ল্লাছ হল মনে কোন দেখে দেখুবি।
| তাহেলে ছুঁড়ি বাদে তাদের ঢাকে হাতটি মিশে বলা হত,“বেরোও বেরোও বাপুগন।”
| ইংরেজে সভাপতি, সম্মেলন, যুগলের চেয়ে সমুদ্রে এই রকম মুখের পারে না; 
| একবার যখন তাদের অধিকার হয়েছে, তখন আমি সিদ্ধিতে নিয়ে পারে না। 
| কুষ্টিয়া ও বাংলাদেশে, সময়, যুগলের চেয়ে সমুদ্রে এই রকম ঘটিতে পারে না; 
| একবার যখন তাদের অধিকার হয়েছে, 
| তখন আমি সিদ্ধিতে নিয়ে পারে না। 
| তবে এক কেন গুুস্ত কর? কিন্তু লোকেরা তা করে নাই। 
| আমাকে যদি কোন লেখক, তার লেখ। 
| শোনাতে আসে, আমি বিশেষ কোন বলে 
| যে, “তুমি পূর্ব নৃতাত্ত্বিক ভাবে মত অকাশ 
| কোরা, আমার কম মাত্র কথা হবে না।” 
| তা সেই যে, আমি বাড়ির ভাবে মত এক 
| কশ কথি তা যেন, কেন না, আমি মনে 
| করি ও-বস্তি অকাশ কোন বলবে না; অন্য কথা সব সমাধান, 
| তখন ও এক সমাধান যে, ওর লেখায় এমন 
| কোন বলবে না, যা। আমি তার কথে পারি। 
| আমি এখনে ছুঁড়ি বাঁচিয়ে বাধ্য পড়িয়ে, 
| তাদের ছুঁড়ি খেয়ে সন্ধি একটি ভাল পড়ে পারতেন, তিনি আমাকে বিন- 
| জন্ম করেছিলেন, যে, আমাদের ছুঁড়ির 
| সম্বন্ধে কেশী বিশ্বাস করুন; আপনি একটি ইততাত: করতে তিনি বলেন, “তোমার 
| কিছু মাত্র হয় নেই, আমাকে নিষ্ঠে কে- 
| রলে আমার ভিল মাত্র কথা হবে না।” 
| এর কোন কোন বলবেন, যান? তিনি 
| মনে মনে বিলক্ষণ আনন্দ করে আমি তার |
মেষ্ট্রের সঙ্গে আয়িরিয় মেষ্ট্রের এই রকম সম্পর্ক। পার্লামেন্টের কথা তবে আজ এই পর্যায় থাকে।

এখন ইং-বং বোলে একটি অন্তত সুতন কীবরের বিষয় বলি পোনো। "এই বেড়াল বলে গেলেই বল বেড়াল হয়।" তোমাদের সেই বলুক, যে "হংস মধ্যে বকা যথ।" হোলে হোমাদের মধ্যে হোক, তোমাদের বুকের অত্যন্ত ভাবিত ছিল, ইত্যাদি তোমাদের মাটিয়ে যাকে পিতন্তে পিতন্তে যোগ করার আশা একবারের পরিবর্তে করিলেন, সেই যখন এ বল হয়ে এর ফুটে যায়, তখন তার ঘোন্ত। হাঁন, বাঁড়ি মাটিয়ে। তোমাদের হোলে, দোক্কা লেট দোক্কা দেখার এক কোডে গিয়ে অন্তর নেবে। এ বিলম্ব-রাজ্য থেকে ফিকে গেলে পর বিক্রমবিত্তর সিক্ষা দেবালের মত আমার সঙ্গে একটি "Oberon" ফিরে, যে তোমাদের অগ্রিমের চেহারা একটি মায়া-রস নিয়ে দেবে যে, আমাদের যদি গর্বস্বরূপ যুক্তিশীল "Bottom"-এর মত থেটে হয়, তবে তোমাদে যুক্ত হয়ে যাবে।

বিলম্বতে নতুন এসেই বাঙালীদের চেহারা কোণ জিনিষ খেলো, বিলিতী সমাজে নতুন মিশে আরপেই বাঙালীদের কি রকম লাগে, সে সকল বিখ্যাত আমার নিজের অভিজ্ঞতা। থেকে আপাততঃ কিছু বোল্ল না। কেন না, এ সকল বিশদ আমার বিচার কর্ম অধিকার নেই। দুরার পুর্বের
বিলেতে অনেক কাল ছিলেন, ও বিলেত হাঁড়া খুব ভাল কোরে চেনেন, তারা আমাকে সঙ্গে কোরে এনেছেন, ও তাদের সঙ্গেই আমি বাস কোরছি । বিলেতে আসা-বাসা অ্যাংেই বিলেতের বিষয় তাদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, হুতাসে এখানে এসে খুব অপর বিনিয়োগ নিত্যন্ত নতুন মন হোয়েছে, এখানকার লোকের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এতি পাওনা ইচ্ছা করে যেখানে আচার ব্যবহার আমাকে শিখিয়ে হয় নি।

এখানকার সমাজের সুক্রিয়-শালায় একেক কোরে, বখনি জল মনে কোরে কংগো কুঠুর গিয়েছি, তখনি আমি সবই আমাকে চোখ টেপে রোলে দিয়েছি। “যা জল নয়, এ মেজে নয়” হুতাসে আমাকে অগ্রবর্তী হওয়া হয় নি। এখানকার চাক-চিকাকা সমাজের বেয়াল-বাপ্পী অন্যান্য কথা আমি দরজা মনে কোরে যেন সেই কথা যাবার উদ্দেশ্যে কোরেছি, আম্য সবই অনন্য আমার কানে কানে বলে দিয়েছি, “যা দরজা নয়, এ দরজা নয়, এ দেয়াল নয়” হুতাসে মঠে থুকে থুকে আমাকে শিখিয়ে হয় নি যে, সেটা দরজা নয়, দেয়াল। অন্যকরে প্রথম এলে কিছু দেখা হয় না, অনেক কথা ঠাকুরে, অন্যকরে চোখে অনেকটা সেটা গোলে তার পরে চার দিকের কিছু দেখা দায়, কিছুই আমাকে তার কথা কোরে বেয়েছে হয় নি, আমার সবই আলে। ছিল। আমি তাই তাড়িতে যে, আমার নিজের অজিজতার বিষয় অপার্গত: তোমাদের কিছু
লোকে হেসেই বা ওঠে; ” আহারে ইংরাজদের সঙ্গে মেশান ডাঃ হোয়ে ওঠেনা। যে সারাআগে। তাহ আহারে একটি। তাহার টাটকা ভারতবর্ষ থেকে আসতেন, সে " হচ্ছে, ধর্ষণার" গণ কুরব্রণ গেলে নাক ফুল৷, চেঁট ফুল৷, গাড় বেরিয়ে চোলো যায়, ও এই ঘোরতর তাজ্জুলার পত্নী লক্ষণগুলি সর্বাংশে একাপশ কোরের কুকুশ-চর্চরের মনে দায় বিশুদ্ধিকা সংহার কোরেছে মনে মনে মন পরম সত্যাত্ম উপনোত করেন। মঠে মঠে ভূষ ইংরাজ বেধতে পাবে, ধাঁচ হইয়া তোমাকে নিত্য নিত্যীহব দেখে তোমার সঙ্গে বি- শুনতে চেন্টা। কোরেন, হাঁবে তাহা। যখন ভূষ, অথবা ভূষ ও ইন্ত পরিবাদের লোক, বংশানীক্রমে তাহা ভারতবর্ষ নীহে পেয়ে আসতেন, তাহা একাদশকার কোন অতিক্রম থেকে অথর্য্য নাম নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে হঠাৎ কেঁপে ফুলে ফুটে আটকানো। হোয়ে পড়েন নি। একাদশকার পাঠিতে যে জন রোপণ, উন্ডাস্ গণ কিলিতু কোর্চ, যাদের মা, বাপ, চোলা একটা কস্তাই, একটা বর্ণিত, এক জন কয়লা-বিশ্রাম ছাড়া আর কেউ চেনা না, তাহা। ভারতবর্ষের যে অংশে পরিবাদ করে, সে অংশে হয়ে যায়, যে রাজ্য তার। চারুকুল হতে ঘোষার চোরে যায় ( হয়তি তে চারুকুল কেবল মাতা ঘোষার জননৎ বায়বায় হয় না।) সে রাজ্য সুর্য লোক শেষাং হোয়ে তাদের পথ চেয়ে দেয়, তাদের এক একট। ইংরাজের ভারত- বর্ষের এক একটা রাজ্য সংহাসন কেনে ওঠে, এককম অবস্থায় সে একাপশের পেট উত্তেজনার ফুলতে ফুলতে যে, হস্তন্তর আকার ধারণ করেচে, অমি ত তাতে বিশেষ আর্য্যবাধিক কিছু দেখতে পাইবে। তার। রণ মঠের মহাম বৈর মনে যে, যে দেশেই নানা না কেন, জুট যখন দর্শন পদ পায়, তখনি সে চোক রাইরে, গুকুলিয়ে ভেন্দ্রের একটা আভ্যন্তর, আফ্রিকান কোরেত থাকে; এর অর্থ আর কিছুই নয়, তার মহ- দের শক্তি পাইনি। যে লীলায় জান না, তাকে কথা ছেড়ে দেও, সে অবিশ্বাস হাত পা। ছড়া থেকে থাকতে, তার কারণ, সে জানে না, যে, ভেনে থাকার আর অন্য কোণ শব্দ আছে। যে কোন ক্যাশ ঘোড়া চালান নি, তাকে ঘোড়া। চালাতে দেও, ঘোড়া বিপদে গেলে সে চারুকুল মেরে মেরেই তাকে কর্ত্তর কোরে; কেন না, সে জানে না। যে, একুতলাল টেনে দিলেই তাকে বোঝা পথে আনা যায়। কিন্তু ভর ইং- রেজেন্টের দেখ, তাদের কি হয়ে মন। মঠে মঠে এক একটা ভর সাহেবকে দেখা যায়, তাহা। আফ্রিকান ইওয়ান্ডের ঘরুত্ব সংক্রান্ত রেজেন্টের মধ্যে থেকে অন্য কিছু থাকেন, অপ্রত্যেক প্রত্যখ ও কর্মজ পেরেও উন্নত পরিবর্তন হয়ে ওঠেন না। সমাজ-মাত্র হিস হয়ে, সহজ সহজ সে- কথার ভাব দেখতে হোয়ে ভারতবর্ষে থাকা, উন্নত ও তড় মনের এক একটা অমিতপ্রাপ্ত। চুরূ হোকুস- - আমি কি
কথা বলতে কি কথা পাঠিলেম দেখ। সেখাও, এতক্ষণে জাহাজ নামাগাঞ্জে এসে পেরিয়েছি, বহু জাহাজ হল, বিলেতে এসে পেরিয়েছি। লাগে উদ্দেশে চলছি।

চোখ প্রথম নাবিকর সময় একজন ইন্দোনেশীয় ব্রাজ এসে উপস্থিত হল। দরজা খুলে দিল, অন্তর্গত ভক্তরায় সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, তাদের কি অন্যের আছে, কি কাজের দিকে রুপ দেব। তাদের মোট নাবিক দিল, পাড়ি ডেকে দিলে; তারা মনে মনে বললেন "বাঁ! ইংরেজরা কি ভয়!"

ইংরেজরা যে এত ভয় হোকে পায়, তা তাদের জান ছিল না; অবিশ্বাস তার হতে একটি শিল্পী সংবেদন দিয়ে হোল, কিন্তু তা হাওকু, আমাদের দেশে হেতাগোর কাছ থেকে একটি উদ্দেশ ও জাত পাওয়া প্রচলনের স্থান রাখতে অপারেন করাতে, তবুও ভাল করে কুশলার হোকে পারিয়ে না; এ দেখে এক জন নারী বলে বলে বলে এক জন ব্যক্তি আক্রমণ করার কাছ থেকে একটি মান সেলাম পেতে, অক্টেরে এক শিল্পী ব্যয় কাজের পায়ে।

যাওকু বললেন এঁকে পাড়ি করতে হয় তারা। এই অতি দুর্বল ও দুর্বল জান লাগত করেন যে, ইংরেজরা কি ভয়ে। আমি দেওয়ার বিষয় লিখি, তারা অনেক বৎসর বিলেতে আছে, বিলেতের নাম প্রাক্তন চোর ছাড়ে। কিন্তু দেখে তাদের কি রূপ মনে আহ্মায়িল, তা তাদের পাঠা মনে নেই। যে সব বিষয় তাদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখন। তাদের মনে আছে।

তারা বিলেতে আস্থার পূর্বে তাদের বিলিতি বনরু এখনে তাদের জন্য ঘর ঠিক করার চেষ্টা করছিলেন। সেখানে লুক খেলতে সেখানে, বর্ষ কাপড় পানিতে, মেয়েদেরে হরিভক্ত করানো, একটি বড় আস্তানা এক জায়গায় বনরু বনরু রয়েছে, কোট, কুথক গুলি তোলি, হই একটি কঁচরের ফুলবানী। এক পাশে একটি ছোট পিয়ারা। কি সকল ধরনের! তাদের বনরুর দেশে বনরু রয়েছে, আমার কি এখনে বড় বাষ্পী কেরে এসেছি। আমাদের বাণু দেশে তার কথা নিয়ে রয়েছি, এক দিন এই কথার দশা হোতেছিল; নবাগতদের নিত্য অশ্রুবিহীন বাণুদের মনে কোরে অস্ত্র ভিজিয়ে গেলে এই বাণুরা বনরু বনরু, "এখানকার সকল ধরন এই কথা।" তারা বনরুর বনরু বনরু। এখানের উপর বৈসাদের এই তাদের প্রথম প্রচলন ছিল। তারা বললেন আমাদের দেখে সেই একটি সেখানে যে একটি তুষ্ট হয়, কিন্তু তারা উপরে একটি মাঝার পানি, তিনি তিনি হঁকার দুঃখ রয়েছে, কিয়েরে একটি খানি কাপড় ঝড় ঝড়ে কুতু কুড়ি খুলে ছুচার জন্য মনে শহরজ খেলা যাকে, বাছির উঠোনে একটি গরু বাণু, মেয়েদের গোবর দেওয়া, বাণুদের থেকে তিনে কার।
ঘণ্টে রৈলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, তাদের অন্যান্য ইন্দ্র-বঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসহিষ্ণু হয়ে কথাবার্তা করেন নি। তখন তাদের বিমুখের আগ্রহ অতি রৈল না। মনে কর একটি জ্ঞানিত্ব বিজ্ঞান—ভূতা-পরা, বুদ্ধি-পরা, গাউন-পরা। তখন সে ইন্দ্র-বঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গুকের অত্যন্ত ভক্তির উপর হোল, কোন কালে যে এই অসমঃসাহিত্যের মত তাদেরও বুকের পাটা জোয়াব, তা তাদের সন্নিক বোধ হোল না। যা হোক, এই নবাগতদের যথাসাধ্যে অত্যন্ত কোরে দিয়ে ইন্দ্র-বঙ্গ বন্ধুগণ যদি আলোকে গিয়ে সম্বন্ধকালে ধরে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে অর্থনীতি হাসা কৌতুক করলেন। পূর্বের পৃথিবীতে প্রভাত নবাগতদের অতি বিনিময় ভাবে, কি চাই না চাই ভিড়ে অৰ্জ্জুনের কোরে আস্ত। তাহার বলেন, এই উপকল্পক তাদের অগ্রতার আলোচনা হয়।

তাদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যে দিন তিনি এই বিবিষ্টকে একটি জ্ঞানী ধরনের পরেন ছিলেন, সে দিন সমান দিন তার মন অত্যন্ত ভক্তিষ্ঠ ছিল, জীবনের মধ্যে এই প্রথম একজন ইংরেজকে, একজন বিবিষ্টকে ধরনের পরেন ছিলেন, অথচ সে দিন স্বর্গে পাশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্বত চলাকালের কমে ভুলা হলো, বহু সীমাট প্রাপ্ত হয় নি। কোন বিবিষ্ট মেহরা যে তারা অত্যন্ত সুখে যায় কোরেন। তাহার বলেন, "আমাদের দেশে আমার নিজের
যুরোপযাত্রা।

বর্ষ বোলে একটা ব্যতিক্রম পাদদশ হিসাব না।
আমি বলে যে বসে বসতে মন, সে ঘর বাড়ির দশজনে যাতায়াত করে, আমি এক পাশে বসে লিখি, দাদা। এক পাশে একান্ত এ খাও খেতে কোন দূরবস্থা ফলোতে বাকীতে কোন দূর কালের নামতা পাড়িম্বন।
এখানে আমার নিজের ঘর, আমার নিজের মনের মত মৃত কালের সাজালামে, সমুদ্রাতীত কোরে বইগুলি এক দিকে সাজালামে।
লেখার সাক্ষাৎ একদিকে গভীর রাখলো,
কোন ভাব নেই হয়, এ দিন পাচ্ছিল ছেলে সব সমস্ত হলো পাচ্ছিল কালের দেখে; আর এক দিন চুপচাপ সম কালেজ থেকে এসে দেখল, কিন্তু এই পাঁচটা যাচাই না, অবশেষে অনেক দূর দূর কালেজ থেকে দেখলাম, মাত্র বাড়ির ভিতরে দেখে মাদীর কুমুদিনীর উপর একান্ত না, দাদার বাল্যকালের নীচে একান্ত, আর এক ধরে নিয়ে আমার চোখ ভাবিতে তার মুখ মুখ সহচরীদের দেখতে ছবি দেখতে ঘোরতর বাস্ত আছে।
এখানে ভোরের নিজের ঘরে টুষি বেসে থাকে, দলটি ভেঙেনো, সম্ভাবনা কোরে না বেসে কেনা কেনা ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে চোকড়া আগে দরজা খুলতে হবে, চুলের লেখা চারিদিকে চোখে মেটে কাঁজাটি ছুড়ে দেব নি, নির্ভরিত পিলানো, কোন হারম নেই।”
বুদ্ধি শেরে উপর যুগো- আবার, দূরত্ব এই রকম কালের হয়।

"টিঢ়টিটে হাওয়ে ওঠে, দেশের আর কিছুই ভাল লাগেনা, না। এক কোল গুটিটি দৌড়ায়ে প্রিয়তা হয়। তার পরে যখন বিদেশের সমা মিছে মিছে আঘাত কর, তখন দেশের উপর যুগো। বুদ্ধি হয়ে যায়।
আপন দেখা যায়, আমার দেশের পুরনো এখনকার পুরনো সময়ের বড় দেশনা; তার কড়কড়া কারণ আছে। এখনকার পুরনো সমাজে মিল গেলে এক-রকম বলিয়া গুলিতে তার থাকে। চাই, মাথা চুলকাতে চুলকাতে বাম্বাব্বে কর্ক নাকি হয়ে ফাঁচায়ে সবাইকে হ’লো না দুই দিবসে গেলে চললেন, খুব আগে পালন কথা। কওয়া চাই, পাচ্ছি। লোক সেখানেই একদিনের অভিযোগ গোছে পোছড়েছি—এ রকম ভাব প্রকাশ না হয়; রাজনীতি প্রকৃতি বিশ্বাসে অবাধে তোমার বাধ্যতা মত বাক কোরে, তোমাকে কেউ ঠাকু। কোরেলে তুমি অন্য সর্ব মোরে দেওয়া, তুমি তোমার আংশিক সঙ্গে ঠাকু।
কোরে মজু। কোরে ঘর সর্বশেষে কোরে বে, বজ্রান্তের পর তোমার পুরোনো বুদ্ধির সঙ্গে দেখা হলে "Hallow my old boy" বলে খুব সব সেক্ষেত্রে কোরে বে, আর এক গুরুত্ব কোরে খুব তোমার ধারে যান।
কিছু বাঙালীদের এ রকম ভাব প্রকাশ দেখা যায় না। বাঙালী অভ্যাস তিনি বার একবার মহিলাটির কানে কানে ভুমি যুগল ধীরে ধীরে দিক কুঠিতে। টুকরো টুকরো ছুই একটি ঝুঁকা আঘাত দিয়ে গলনা। খুব কাইতে পারেন, কোমল মুহুর্তে হাসতে হাসতে, হঠাৎ। রস-গার্ড ঠাকু।
বলতে পারেন, আর যে মহিলার সহায়তায়
তিনি যে, স্বর্গ-লুপ্ত উপন্যাস করেন, তা। তার মাথার ঢুল থেকে রুদ্ধ-ঘটক
আঁগা পর্য্যন্ত একাশ হোতে থাকে, সত্রলোপ
বিবি-সামাজে বদ্ধ্বলীর ধূল পলায় কোরে
নিজের পারেন। এখানকার পুরুষ-সামাজে
বিশদে গোল অনেক পাড়েন। থাকা
চাই, নইলে অনেক কথা অর্থহীন হয়ে
হয়, একটা বড় কথা গোলেন। আমরা
আমাদের প্রধান চাষা বলির উপাদান
শুধু করি, অর্থাৎ "তাহাতে শোভা মূর্ত
যাতে কিমিতে ভাবতে।" কিছু প্রথম সমীক্ষ
দের কথাবার্তার ধূল গোলা না দিলে তখন
মেশামেশি ধূল কোন সকাতনা নয়।
মহিলাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে আমাদের
রচনা শিক্ষার সমাপ্ত করে না, তা বিষয়
আমাদের অলিখিত পত্তির। আমাদের
সমাজের সংস্কার-মূল্যচক্র-শোনী অনন্তপুরে থেকে এখানকার রুপের
হুক জোগায় এসে আমাদের মন-
চক্রের প্রায় ধূল গোলা গোলা গোলা ওঠে।
একবিং আমাদের নবনত্ত্ব রক্ষার প্রথম
জনিত্রের নিম্নত্বে সিঁড়ে হয়েছেন।
নিম্ন-মূল্য নবনত্ত্ব অনন্ত সমাজ।
তিনি গৃহস্থালীর যুগান্ত করা। Miss আমাদের
বাহাদুর্য কোরে আহারের টেবিলে গিয়ে
বোধ হয়েছেন। দিনের প্রতি হাসি, অতি কথা।
তাঁর জন্মের সম্বন্ধে একটা বিবর্ণা চতুর
তৃণতে লাগল। আমাদের আমাদের দেশের
স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যুক্তসাথে মিশতে পাইনে,
তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রী-
দেশের মেয়েদের মুখের দেশ নিতান্ত অম- ্লত্ব হুই একটি “হী না,” যা এত যুদ্ধ যে, ঘোষটিও সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়, আর কোথায় এখানকার বিশ্বাষ্টের সমস্ত অন্য সম্ভাবনা, যা যুদ্ধের তাত্ত্বিক ভাবে মন্দার মতমান্দার নির্ভর হয়ে প্রাক্কালে।” এখান ভিনুরের সন্দেহে আমাদের বঙ্গ যুদ্ধকের মনে এক কথা গুলি ওঠে। সেই দিনেই তিনি তাদের গেরু সঙ্গে চিঠিলেখা খুব চরিত্র করলেন।
এখন তাদের হয় বুঝতে পারে, কি মসুলার সংযোগে বাঙালী বোলে একটা পার্থক্য বলে অপার-ো-অষ্ট্য কিন্তু ইক্স-বন্ধ নামে একটা বিষয়ক সংহতি। আবার অতি সংকেপে তার বনানো করেছি, সমস্ত একটি বিশ্বাস বিষয়ক কোরে গিয়ে পারি নি। আমি তার বড় বড় ছুট একটা কারণ দেখিয়েছি, কিন্তু এত ছুটি ছুটি বিষয়ের সমস্ত সমায়ের মনে অল্পের পরিবর্তন উপস্থিত করে যে, সে সকল ছুটি নাই কিন্তু বর্ণনা কর্তে গেলে আমার পুঁথি রেখে যায়, আর তাদের ধর্মেও করে যায়। হঠাৎ এই খানিমে সে সকল বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়। এখন মনে কর, এক বৎসর বিলেট থেকে বাঙালী তার দেহের ও মনের প্রধান পরিবর্তন করেছে, ও হাট কাটি পরিবর্তন করে বিপ্লব প্রাপ্ত হয়েছে, ও মনে মনে কর্মনা কোষাচন যে, এত দিনে তিনি ওষ্ঠ-পোকাচন তাঁর কোরে আগ্রহের উপলব্ধিত হয়েছেন। এই অবস্থায় তাকে একবার আলোচনা। কোরে দেখা যায়। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি মনে চোখে উঠিয়ে ;
তুমি বোঝ, “বিলেটে গিয়ে বাঙালীদের বন্ধ। কোরেত তুমি যা; আর গোল-কান্তায় গিয়ে রাজা গরুদের পাপের কাম্পত্রা বিষয় লেখাও তাই।” কিন্তু হ্রদ হও, আমি তোমাকে কারণ দেখাচ্ছি। আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, “বিলেট বাঙালীর চেয়ে নতুন খ্যাতি বিলেটে খুব কম আছে। ইংরেজ ও আমেরিকানিউয়ন্য মেয়াদ ছুই বর্ষের কর্ম জীব, বাঙালী ও ইক্স-বন্ধে তোমরা ছুই বর্ষের জীব। এই জন্য ইক্স-বন্ধের সদস্যে তোমাদের যত নতুন কথা ও নতুন গলা দিতে পারব, একের বিলেটের ‘আর খুব কম জিনিদের উপর দিতে পারব। ইক্স-বন্ধের সদস্য এই সামান্য, যে, তুমি মনে করতে পার, আমি বাঙালী বিষয়ের উপর কর্মভাব করে নেয়া শিক্ষা কিন্তু তা ‘নয়; আমি ইক্স-বন্ধের একটা সাধারণ আদর্শ কর্মনা। কোরে নিয়েছি, আমার চার দিকের অভিজীত্ব থেকে স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ বাঙালীদের বিলেটে এলে কি করিবেন হয় তাই ঠিক করেছি, ও সেই গুলি সমস্ত-বন্ধ কোরে একটা সমগ্র চিত্ত আকৃতি চেষ্টা।
কোরেছি।
ভাসিয়ে দে তরী।

রাধিকা রামচন্দ্র—বলা একটালা।

ভাসিয়ে দে তরী
তবে নীল সংগৃহ পরি।
বহিছে মৃদুল বায়,
নাচিছে মৃদুল লহরী।
ভুরেতে রবির কায়,
আঁধারে আলো আঁধার ছায়।
আমার হৃদয়ে সিল যাই চল ধিরি ধিরি।
একটা ভাতার নীপ
বন কনকের নীপ
dুর-শৈল- জুড় মাঝে রয়েছে উঠলি।
নাছি লাড়া নাছি শব্দ,
মুঢ়তে মুঢ় সব পুঢ়,
মর্মরের কথা এবে কথি এলা প্রাণ গুলি।

মনে আঁচে, কত জ্বালাটা
হঞ্জানে করেছিল বালাটা কত না রিতক গেছে ঝরনা-কুমর দলি।
কিছু তাবন আর,
ঘুলিয়া তাবন আর।
লাঙ্গনা গল্পগুলি। আলা সকল এলে মেলি।

নাছি দেখি নিদর্শন গানি,
নাছি মিথ্যা কানাকানি,
নাছি তীর কাঁচের বিষয় হাসি।

সিঁড়ির উপর বুকে,
ছুটিতে মনের ছুথে,
সে দিকে তরঙ্গ হার, সে দিকে বাইব ভাসি।

ছিন্মুক্ত।

বিংশ পরিচ্ছেদ—প্রাক্তার।

আরো দশ বার দিন গেল, এরোধ কলিকাতায় বাবুনগরের নিকট পিয়া ছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন।

এরোধ কলিকাতায় দীর্ঘ পূর্বে হিংস্রপুত্র কনকের হস্তপ্রাপ্ত হইয়া এরোধের দেখার পথে লেখায়। বলা যাহাও, এরোধ দে পত্র পাইয়া জুলিয়া উল্লেখ।

কিছু হিংস্র কনকের রক্ষা করিয়াছে, হামার হেক তাই কাছে এরোধ ধনী। এই তাবিরা সেই পর্বতার মাজঞ্জা করিলেন এবং অভিজ্বর না করিয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিলেন। উত্তরে লিখিত—“এখন পেল নিজস্ব উত্তর বিয়ে অক্ষম, কনকে বিজ্জনা করিয়া পরে নিজস্ব উত্তর দিয়া” কিন্তু সেই নিজস্ব উত্তর প্রবোধ আজ ছিলেন কাহালও ছিলেন। এখন বিজ্জনা এই, নিজস্ব যখন এরোধ আনিতেন হিংস্রের সহিত কনকের বিয়ে ছিলেন না—তখন হিংস্রকে...
দেইলুপ স্পষ্ট লিখিয়া না দিয়া অন্যান্য পাত্র লিখিয়া কেন? তাহার কারণ—এমোদ যখন বালা-বিবাহে শ্রুতি করিতেন—

tীর্থক্ষের বিশ্বাস লিখিয়াছিলেন—তেমনি ব্যর্থ সম্প্রদায়ে তাহার সাধারণ হইতে ভির্ন মাত্র ছিল। বিশেষতঃ তাহার নিজের বাড়ীর নিজেই তিনি কর্তা, স্বীকার না করিয়া তাহার কথা বলিয়া যুক্তিসম্পন্ন করিয়া কাজ করিতে হইত না। তাহার যেমন যত তিনি তেমনি চলিতেন। বিবা বিশ্বাস তাহার মনে হইত—ষে দাঁড়াই বিবাহ করিবে তাহাদের ইচ্ছা। এখন তাহাদের উপরই বিবাহ নির্ধারণ করে, স্বীকার তাহার মতে, হিন্দুদের পত্রের একাদশ শেষ উত্তর দিতে হইলেই—অবশ্য কঠিন করকম একাদশ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে লেখা আবশ্যক। যদিও তিনি জানিতেন—সে জিজ্ঞাসা করা কেসব তাহার আপন মনেকে কোনাকাদে জানায়। তিনি নিজে জানিতেন যে তাহার অনিষ্ঠা জানিলে কোন করণ হিঙ্গকম বিবাহ করিতে চাহিয়া না, যাহারই কোন এক সময়ে কন্তকের মিত্র চিনি করিবে প্রায় পারে তাহাদের অনিষ্ঠা হিঙ্গকম লিখিয়া। দিবেন মনে করিয়া—তখন হিঙ্গকম একুশ্চিমান পাত্র লিখিয়া ছিলেন। একা হিঙ্গকম লিখিয়া পর হইতেই এমোদ মে কথা ফুলিয়া গেলেন।

একটিকে কোন বৈচিত্র্য থাকিয়া যামীনাথের স্বকীয় নিখন কন্যকের হর্ষ প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। যামীনাথের হর্ষ কন্যকে পাড়িতে—হইতে। কন্যার নাম নোবে শুনা কথা, অনন্ত স্পষ্ট তি আর মিলিতে?

ছিল্লুক।

( ভারতী ভা ২১৮০)

বাড়ী আগ্রায়। আর সে রাতে কন্নকে কিছু বল। হঠ না—পর দিন বড়তে কোন স্বতন্ত্র নাটকে তাকিয়া পাঠাইলেন। কন্যা কখন সেই কন্যা অবশেষ করিল তখন এমোদ একটি টেবিলের উপরে হইতে মনক করক।

কন্যা অক্ষরশিয়টে অবস্থিত ছিল, তিনি তারিকড়ি তির ছিল, কি ভাবিতেছিলেন জিনি না, কিন্তু করা সময় কৃষ্ণ চক্র ও স্মিলিত, এ্যুপিয়া সামাজিক ও মূর্তি সমাজিক ফোকায়—ফোকায়比利时_বাল্যাঙ্গ্রা_তিনি যে কোন স্থখ-সম্প্রদায় শেষ ছিল তখন আর কোন সময় নাই। কন্যা আগ্রায় করিল.

মাতা, আমারকে ডাকিয়াছ! " এমোদ হাসিয়া বলিলেন।

"হি বলেৰ মে সে অনেক কথা আছে।" কন্যা বলিয়া আগ্রায় সকালকে জিজ্ঞাসা করিল "কি কথা বলেৰ।"
চিন্তায় কর দেব। আন্দরোধ কর দেব। কন্যার ভুক্তিযুক্ত নাগর বলল না। পাতলাম না—তুমি তাই বল। এখন তোমার সমস্ত শোভিত চরিত্র। উঠ। সমস্ত হাস্য ভাবনায় আলোড়িত করিয়৷ কুলিয়া। বলিল। কখনো ভাবার কথায় কথা কথা নাই, প্রমোদ যাহা বলেন তাহার বলিয়া কেবল দৃষ্টিজ্ঞান বলিয়া নীরোধ্যায় করণ, কিন্তু আজ তাহার কথায় কথা কথা নাই। কুটায় বলিতে পারিল না, যাত্রা বন্ধিত হয়ে বলিল “দাদা, আমি বিবাহ করিব না।” প্রমোদ শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন না, তাহি বিবাহের কথায় প্রথমে তো। বীর্যকের। না! বলিয়াই থাকে, তাহাতে লজ্জা। হয় তবিকি। ” তিনি হাসিয়া বলিলেন,

“কন্যার তার আর লজ্জা কি। আজ হের কল হের বিয়ে দেও। তবে আর লজ্জা করে কি হবে।” কন্যা আরার বিয়েবাচ্চক গতির কথায় বলিল “দাদা আমি বিবাহ করিব না।” প্রমোদ শেখিলেন সে কথার বর নহে।—সে বর কিছুমাত্র বেশ্বর নাই—তাহা। সুখ্যাত গতির মূল্য প্রত্যাহার বাচ্চক। প্রমোদ বলিলেন কন্যা যথাযথই তাহার মনের কথা বলিতেছে। ইহাতে প্রমোদ আশ্চর্য হইলেন, অতএব বিবাহের অনিচ্ছা বিশেষে কেন করান না। পাইয়া তাহি বিবাহ হইলে প্রমোদকে ছাড়িয়া। খুশ্রুষার বাড়ী বিয়ে হইলে এই ভয়ে বুঝি কন্যার বিয়েতে আপত্তি। প্রমোদ বলিলেন দিবে হলেই সব ছেড়ে খুশ্রুষা বাড়ী যেতে হবে বলেল। বুঝি তোলো যত ভয়? তার ভয় কি? তোমার যতদিন ইচ্ছা। এখানে
খামিস--লেভে তোকে খাবিবার অন্য সাধারণ করিতে না হইলেই বাধা ছি।

কন্ক বলিল না দায়া আমার এখন বিবাহ কেনও। এম্বে বালিয়া বলিলেন।

চলিয়া আইয়ড থাকিব নাকি? অত সকল জাত নেই। এখন বল দেখি তাহার দেখিয়ে চায় কি--না দেখিলেও হবে।

কন্ক আবার 'বিবাহ কেন' বলায় অনেক কথা বলিয়া। এম্বে আবার যাহার বালুক রূপ ওনের প্রশ্ন। কবিয়া শেষে আবার বলিলেন যে তাহার বিবাহের পাঠে যে যা হয়ে ইচ্ছা। দেই ধেই খামিস, দে ভয়েও তাহার বিবাহে কুষ্টিত হইতে হইবে না।

এই সকল বলিয়া অনেক পাকার এম্বে কন্কের গোয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও কন্কের সমস্ত না পাইয়া এম্বে আগ্রহ হইলেন।

কন্ক কথনো তাহার মতে অত প্রকাশ করে নাই--কথনো। একটি সামান্যা বিষয়েও কন্কের নিকট হইতে তাহার প্রশ্নমাণ সহা করিতে হয় নাই। দেই জনা বালাকাল হইতে আপন সম্পতি কন্কের সম্ভাত, আপন এই অন্য কন্কের ইচ্ছা।

তাহার অন্যত হইয়া গিয়াছিল--উহ। যেন তাহার নাম আপনি বলিয়া বোধ হইত। অপরিণাট হইলে তাহার অন্য কঠোর হইত। কন্কেকে আম বিনে কারণে তাহার ইচ্ছা বিশ্বাস, বিবাহের ঐতিহ্য অনিশ্চিত করিয়া এম্বে অন্তত আগ্রহ হইলেন, এবং পরে কোন প্রকারে আপন মতে তাহার অনিতে না পাওয়া।

যেন হইয়া বোধ গয়তার এটা বলিয়া উঠিলেন কেন? বিবাহ করিবে না কেন? তাহার ইচ্ছা নাই, এই উত্তর ছয়। ইহার উত্তর আমার বালিয়া কি দিবে।

সে কোন উত্তরই খুবিয়া পাইল না।

এম্বে আবার বলিয়া কেন বিবাহ করিবে না আমাকে বিয়াইয়া দেও। তোমার আপনি কি সে কি? বালিয়াকে নিয়ন্ত্র দেখিয়া। এম্বে অপরাজিতা আরে কুচ হইয়া। আরে উচ্ছেদ ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আরে জুই এক বলাদেও উত্তর না। পাইয়া এম্বে অন্তর কুচ হইয়া।

এম্বের সত্যত উক্ত এবং দৃষ্টান্ত অনুভূত। না হোন না আলিত সেই মনের বেগ অন্যায়ের চলিতেন, ভোগীকে এই প্রাকার নিকটবর দেখিয়া সরাসরি তেবিয়া আত্মা করিয়া।

আবার বলিলেন কেন বিবাহ করিবে না। বল” বালিয়া কের ভয় চূড় সড় হইয়া পড়িল, তাহার মুখ ঢুকিয়ে লাগিল, কিউতার দেয়া উচিত, কিই আহ্বাচ তাহ। তাহার আগ্রহ দিয়ে রহিল না। কথনোর অভ্যাস হইতে আপনাকার অভ্যাস তাহার এই উত্তরটি উঠিল। উঠিল “আমার বিবাহে ইচ্ছা নাই।”

এই। “তোমার ইচ্ছাই! বাণিজ্যের মেয়েদের আবার বিবাহে ইচ্ছা অনিশ্চিত। কিজ তোমার ইচ্ছার উপর বিবাহের কি নির্দেশ করিতেছে? আমার ইচ্ছাই কি জানোনা?”

বালিয়া আবার কোন উত্তর দিতে পারি।
রিল না। যে উত্তর বিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতেই যেন অপ্রতিক্ষিত হইয়া পড়িল, গুমশুনা ও তহার ঘন ঘন 'কাপিতে লাগিল—বিশাল চক্ষুর সূর্যা দুটো কৃষ্ণনাই সংঘর্ষ হইল। তখন প্রেমাদ আরো কৃত্ত হইয়া উত্তমপরে থালিয়ে "আমরা ইচ্ছাই যবেক, আমি যে তোমার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করি-মাতিলাম সে ক্ষুদ্র্য মাত। তোর ইচ্ছা। শুনিয়া চাই না আমার ইচ্ছাইতে তোর বিবাহ করিতে হইবে?" তখন বালিকা যেন কোন দৈব শক্তির উত্তেজিত হইল, যেন নিরাশার অতীতে হতে উত্তেজিত হইল। বলিল "ঘায়, আমি তোমার কাছেই শিখিব পাই নাই। তুমি আজ আপন কথার বাতিকার করিবে?" প্রেমাদ এই কথায় কৃত্ত সিংহের নায় পরিমাণ করিয়া বলিয়াছেন "হঃ আমার এই বিকাল ভিজিত ফল আজ পাইলাম বটে। আমা। তোর বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, আমারো তোকে আর ধরাও-ইতি পরাইতে ইচ্ছা নাই। তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোর মুখ দেখিয়ে ধাই না, দূর হইল যা।" এই ধরাও পরার কথাগুলি বালিকার বলিয়া লাগিল, কথাগুলি জগতের সে ক্ষে বিস্তর হইল। সামান্য অন্য বন্ধর কথা লইয়া প্রেমাদ তাহাতে আর ময়না-পাশিত করিয়া পারিলেন। বালিকা আর মনেবেগ পাশলাইতে পারিল না। কতকগুলি বালিকার মস্তক আপিনি নত হইয়া পড়িল। হত মস্তক রাখিয়। কন্ঠ, বস্ত্রার অ-}

---

একক্রিয় পরিচ্ছেদ—মুক্ত কণ্ঠ।

সে দিন সমস্ত দিন কাংশীর কনকের কাউন্টায় গেল। তাহাকে কংশিতে দেখিয়া বায়িত চিন্তে নীরজ। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কনক সে দিনকার সমস্ত ঘটনার কালিতে শুখিয়া বলিল। নীরজার প্রথম তাহ। বন্ধী। একটি মস্তক হইল, কিন্তু আবার প্রেমাদের কাছে সকল শুনিয়া। কনকের কোন বুড়িতে পালিয়া, নীরজার তখন কনকের প্রতি বিরক্ত হইল। নীরজা—বালিকা, শামীর গোল কিছুই দেখিতে পাই না। নীরজা জানে তাহার দাতায় যাই। বলেন তাহ। কনকেই অন্যায় হইতে পারে না। দাতায় যাই করিয়া সকল উচিত বাক্যে, সকল বেদবাক্য। শামীর মতের কেহ বিকৃত বলিলেন সে বিকৃত, হইতে সে তাহার উপর চিত্র হইত। কনক বিবাহ করিতে অস-
করিবি আমি দেব্যীয়া। তোর শাদ্যাকে বলিয়া আসি। কন্যা বলিল “হীরণ দাদার শক্ত কখনই না, কেননা করিয়া তুমি এতে কল্প বিশ্বাস করিলে?” শুধু আমার নীরজা করিল। বলিল “কল্প ানিয়া। শুধু। তবুও বলিবি তোর শাদ্যাকে বলিয়া।

তোর কাছে আজ কাল তোর রাগিত্বর কথা—আর তোকে কিছু বলিতে আলিঃ না—আমি বলিয়া, তোর যাহাই ইচ্ছা কর” তে নীরজা। কন্যকে এক ভাল বাণিজ্য দেই। আজ যাহী অস্বাস্থ্য—বশত আপনার কন্যার উপর কর্ক হইয়া চলিয়া গেল। সে রাগ করিতে কন্যকে আর নিঋ试 আসিল না। অতি প্রায় অসুস্থ শুধু তবে কন্যকে কন্যকে শব্দ আসিল। তাহার পারে তাহার সে বুঝিয়াও পারিত না। কন্য একাকী সমস্ত নিত কাঁদিল। সমস্ত নিত রাগ করিয়া নীরজা আসিল না, সহায়তাকে আর এক-এক নীরজা আসিল। বলিল “কন্যা আমি তোর দিব্যাচারের অতিশয় কারণ জানি, তুই হিজে চাও কিন্তু তাহার জ্ঞানে তোর দাদা তোর উপর আরা বিখ্যাত হইবে তা। আমি আমি এই ভাবে তাহার নিকট তোর মনের কথা এই বলি নাই। যে লোক তোর শাদ্যাকে পরম শত্রু, কন্য তাহাকে তুই কি করিয়া তুল বাণিজ্য। এই কি তোর আলিয়া আমার নাই। কন্য এখনো বল গামিনীরাওকে বিভাগ

গাহিতে গাহিতে হঠাৎ একবার হত হইতে সকল সুখী। অষ্ট যুতিয়ে গেল আমার দেবিক নিকটে কে বাড়াইলা।
কনক সেই সুর্যে দেখিয়া চিনিল হিরণকুমার।

হিরণ শারীরিক আরোগ্য নিশ্চিন্ত ছইয়া মাদ্রুয়ের ফুটির লাগিয়াছিল, সে ফুটির এখনো এক মাস বাকি আছে। কিন্তু সে ফুটিতে তিনি আর এলাহাবাদ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছিলেন না। যতদিন বাকি আছে, ততদিন এলাহাবাদেই কাটাইয়াই স্থান করিয়া এইখানে একটি বাড়িতে তাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু সকালে বিকালে প্রায় তিনি নিদ্রীতে নোকা করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়াই বেড়াইয়াই নায়ে বেড়াইতে তাহার ভোজ ভাল লাগিয়া। শীতের জন্য আর কোথাও যাওয়ার তৃণার অবশ্যক বেজ হইত না। হিরণকে দেখিয়া আলাদা দিবসে সল্লভ ভেতে কনক তৃণার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। অনেক করণ কাহারে। মুখে কোন কথা ফুটিল না।

অনেক করণের পরে হিরণ বলিলেন “আমি নোকায় বেড়াইতে বেড়াইতে কতদিন তোমাকে দেখিয়া এখনে অসিতে ইচ্ছু। হইতে কিন্তু একপ বলে তোমার সহিত দেখা করা। অন্যায় বিবেচনায় সে লোক কেত সমর্পণ করিয়া অসিতে। আজও অসিতয়ের আগে কেবল ঐ কথা ভাবিয়াছি ঠিক নহ। কিন্তু আমি আর কোন মাত্র খাইতে পারিলাম না। কনক, আমার অ্যামার মাঝারি করিয়া আমি আর কোনা আসিব না—উঃ কত দিন তোমার সহিত দেখা হয় নাই।” হিরণ যে আলিয়া অন্যায় করিয়াছেন কনকও এই কথা মনে মনে ভাবিতেছিল কিন্তে যুষ্ম ফুটিরা কিছু বলিতে পারিল না। হিরণ বলিলেন “কনক, তুমি সেই হইতে বাড়ি আসিবার পর হইতে আমার কি কেটে দিন অভিযোগ হইতে হইতে বলিতে পারি না। সে করা আমার সহা করিতে না পারিয়া আজ আমি তোমার নিকট আমার বাণী। বলিতে আসিয়াছি, আমার এই অসম সাহস তুমি কি মাগ করিনে না। কনক, নিতুন অন্য না হইলে আমি আজ একপ কখনো আসিতাম না। আর আমি একপ সাহসী পাকিতে পারিতেছি না। কনক, প্রথম সাহসে আমি আপনার মন আপনি রুখ নাই। বলিয়া তখন আমার ভাবনায় কথা তোমাকে বলিতে সাহসী হইতমান না। তোমাকে ছাড়িয়া। আমি আমি যাইবেই হইয়াছি, পুরীতীতে আমার সব নাই, শরণ বাণ সকল সময়েই তোমার ঐ করণ-প্রতিমা বই আমি আর কিছু দেখিতে পাই না। কনক, আমি তোমার কাছেই কষ্ট হইবে। হিরণ মনের বোধ এক নির্দেশ সময় কথা গুলি বলিয়া। গিয়া নিশ্চয় লইবার জন্য ধামিলেন। বলিয়া আর তৃণার কথার কি উত্তর দিবে? সেই পথে তোমার নীরব অস্ত্রই তৃণার কথার উত্তর দিল। হিরণ আবার বলিলেন “কনক আমার একটি কথার উত্তর দেও। তোমার একটি কথার উত্তর, আমার সীমাময় সময় নির্ভর করিতেছে, কনক আমার এই অস্বাভাবিক সাহস কি প্রিয়ক্ষার পাইব! ” কনক
| মনে মনে বলিল আমারের রুক চিরিয়া | বালিকা দেখাইয়া হইলে ও রুখ কিজন্সা করিতে না। কন্তু তাহার মনের কথা মনেই মিশাইয়া গেল, মুখে মুখে ফুটল না। তিরণ তাহার মনে ভাবে আলাদিত হইয়া আমার বলিলেন “কনক, বল বল আর আশায় ব্যাঙ্কুলতায় রাখিও না। তুমি নিজে হস্তারক না হইলে আমার হৃদে সাহা দেবার আর কিছুই নাই। আমি তোমার হস্ত প্রায়ন করিলে তোমার ক্ষুতি এখন তাহা দিবেন ইহা আমার সম্পূর্ণ বিষয়। কনক আমি তোমাকে বাঁচাইলাম, রক্ষার স্বরূপ তোমার হস্ত আমাকে দিতে কথনই তিনি কৃত্যুষ্ট হইবেন না; এখন তোমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর” এরূপে দেখিলে পুরানক উষ্ণ হইয়া উঠিল, গজাঘরে আগমনকারী হস্তের কথাপতনের রেশ একাকী একান্ত গন্য করিয়া, যেহেতু হয় হইতে লাগিল, পারিবারের কলেরে, দুর-গ্রামায় লোকেরের হাতে কপালেরের অমনোহ গুণ গুণ করিয়া কনকের যেহেতু মোহ ভাবিল। বালিকা দেখিল তাহাদের হৃদয়ের একএখান থাকিয়া আর কোন মতে চিন্তিত না—আর অধিক ক্ষণ হিরন থাকিয়া বিপদ চাকুর সত্ত্বনা কিছু তাপশি মুখিয়াও কনক তৎক্ষণাং হিরণের যাও বলিলে পারিল না। এক দিনে নায়ে অনায়া বিচিত্রী অপর দিকে মনের | আোড়কিক উক্তি, পেছে নায়েই জীবিয়া হইল, কনক বলিল “তুমি আর বিচিত্রী করিও না।” হিরণের যেহেতু হইতে চমক ভাঙিল, দেখিলেন আর অধিক ক্ষণ থাক। বালিকীকৃতী তুষাই উচিত নহে তিনি বলিলেন “আচার! আমি নাই—আবার কবে দেখা হইবে আমি না—আর কখনো হইবে কি না তাহাও জানিন না। কিন্তু বালিকার আগে আবার ঐ কথাট জি- জিন্স করিতেছি তুমি আমার কথায় উত্তর দেও—কনক বল তুমি কি আমাকে তাল- বাস? কনক কৃতক্ষণ নীরব থাক থাকিয়া আতে স্থানে ধীরে বীরে কুত্বর থাকিয়া। থাকিয়া। অবশেষে কষ্টের গাঢ়। অতিরিক্ত করিয়া বলিল “বাসি।”

এই কথাটিতে হিরণের মাঝার উপর দিয়া চাকুরের মধ্যে সময় বিস্তার যেন যুরিয়া। গেল, যুরিয়ার ক্ষত্রে পুষ্টিক উষ্ণ যেহেতু বেগে আমিয়া কাঁশিয়া পড়িল, তত্ত্ব কি বলিলেন, যুরিয়া না পাইয়া আজন্তে গমন করে হিরণ বলিলেন “তবে এখন চলিয়া।”

বালিকা অনুসারে তাহার জন্য যে নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিল তাহাতে পিয়া উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া স্তূপন কনককে দেখা গেল সত্যন নরসেন সেইবিন্দু চাহিয়া রহিলেন।
প্রশংসার আভাস ও অবসান।
(জনৈক সম্বাদী গ্রেটিত)

আমরা এক দিন পাঁচ ছয় জন সম্বাদিতে একটি হইয়া হিমালয়ের এই প্রশংসা কমরে জোঁঁকাময় শান্তির সম্পত্তির অপেক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্পত্তি আমাদের শান্তিতে একটি বিপদ বিভ্রম ঘটিয়াছে।
পুরাতন নাম। আমাদের উৎকল। সম্বাদিতে হইয়া আমাদের সম্পত্তি হইয়াছিলেন, সম্পত্তি বদন্ত হইতে কি পৌরোয়ার সম্পত্তি পাইয়া তাহার আর করে পরিচিত নাই, তিনি আর আমাদের সঙ্গে একত্রে গেলেন যাত্রা করিয়া গেলেন না, আমাদের সঙ্গে রাজির উচ্ছসিত দেহ-স্থলে সম্পত্তি করিয়া দিয়া এখন না, এমন কি, শান্তি আমার পরিবার পূর্বে এই হিমালয়ের নিবৃত্ত এক প্রাঙ্গণ বর্ত্য দিবা নিশ্চিত হইতে পারিতেন।
এই সম্পত্তি শুখিয়া শুমায়া বীরবর্ধ নামে আমাদের সঙ্গে এবং পুরাতন শুমায়া। পুরাতনে এক হই দিন কাটার সম্পত্তি সেনাবাহিনী পরিস্কার পরিচিত হইলে, অপেক্ষা করিয়া, তুমি তোমার কার্যালয় নাম সম্পত্তি পরিবারের অনুমতি লাগিয়া করিয়া কোথায়? আরও পর্যবেক্ষন অনুমতি দিয়া পূর্বের সম্পত্তির অস্তিত্ব। না হইলে রক্ষ থাক, সংসারের সম্পত্তির অভাবের কারণ হইতে না হইলে থাক, অংশীদার অনেকের মন্ত্রণালয় না হইলে থাক, প্রশংসা-শিক্ষাকর অবসান। না থাক।' থাক, ত সম্পত্তি ধরিয়া এই প্রচণ্ড হোমারিতে অর্ধত প্রধান কর, অষ্টক জন্য সংসার-কেই আমরা গাড় আলিঙ্গনে অনুভূতি করিয়া রাণে।" বীরবর্ধের তীর্থ তিরস্কার শুনিয়া, পুরাতনীর তৈরী রূপান্তরের অন্তর্বর্তী দেখিয়া, আমি আর লেখানো না থাকিতে পারিয়া। অন্ততও একটি প্রাঙ্গণের অস্তিত্ব নাম। প্রাঙ্গণের অভাবে লাগিলাম।
আমাদিত্য—মানুষের দুর্বলসত্তা কি এই দুর্বলসত্তা। বিদ্রুপ, এই দুর্বলসত্তা না ধারালে সংসারের অবস্থান। আজ কি হইতে?
যদি পিতাপুত্রের সম্পত্তি করেন কব্যনী বায়ুস্রোতী নিয়মিত হইত, যদি পীরনী-পীরনীর সম্পত্তি করেন বায়ুপুরুষতার বণ্যত হইত, যদি বুদ্ধি বদনের সম্পত্তি করেন বায়ু-বায়ুকর সূত্রিত প্রদীপের নিমিত্ত দুই হইত তাহা হইলে কি এক দিনে সমস্ত মানুষ-মানুষ ভাগ তীরে নাই বলিবে কেঁদিত সাধারণের অবল।
ভাবে ছিল ভিন্ন হইয়া যাইত না? যদি এক জনের চক্ষুর কাজে অনেক হদয় দ্রুতস্তত না হইত, যদি আত্মীয় জনের আনেক উল্লেখ আত্মীয় জনের হদয় উল্লেখিত না হইত, যদি এক জনের কাজে রোগে অনেক হদয় অনাদৃপত্তি আরম্ভ লাগিত;—এমন কি, যদি এক জনের করণ কটাক্ষে অনেক হদয় আপনাতে আরম্ভ হইত না তাহাতে জানিত, তাহার হইলে এত বিদেশ যে মানব-সমাজ কেন্দ্রত্ব দৃষ্টি ক্ষুদ্র-কৃত্তি নায়ক উন্মুক্তান্ত ভাবে চূড়ান্ত হইতে পারে। তাহার যদি হইত না ৷ গুণময় গুণধর্ম করণ, হদয়ের বাতাসী দুর্বলতা; দেশে একত্র দেশের করণ, হদয়ের দুর্বলতা; পৃথিবীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে যে নায়ক হদয়ে আশ্রিত করিয়া পরিচিত হইতে পারিতে হইত না এই দুর্বলতা। আমি যদি আমার আপনার বার্তায় তাহার সাধন মনেরিয়া করি, তাহার নিমিত্ত যদি সকল একের বাধাবাধক্তার নিম্নাংশের অজ্ঞতার করিয়া, তাহার হইলে আমি কর্তকণ। নিম্নস্থ হইলেও হইতে পারি কর্তকণ। নিম্নস্থ হইলেও হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার শুরুর উদ্দেশ্য কি সাবিত্র হইল? তাহাতে সমাজের আমি কি প্রয়োজনে আশ্রিত পারিলাম? আমি তাহার যেখানে যেখানে হইলে গুরুত্বাত্মক নারীর জাতির বল, তেমনি মানব হদয়ের দুর্বলতা সমাজের বল। আমি যদি মানব- সমাজ এই দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া,}

তাহাতে হইলে সমস্ত পৃথিবী কি দান- সমাজের এক অপারেন্সে রূপে সহস্র পরিণত হইয়া উঠে না? তাঁহাদের স্থানে কেন মানুষের নায়ক সকলের বহু সৃষ্টিক্রমেই বিচিত্র করিয়া পাঁচে, সকলের যদি কথায়, যদি প্রথায়, সকলের নিকটে সকলের অংশগ্রহণ যে২৪৬। চূড়ান্ত হইয়া মানব হদয়ের শোক হইয়া। এমন কি, এই সমস্ত দর্শনের প্রস্তাব ও উপরে কি এই জনের দুর্বলতার সিদ্ধান্ত হইল না? যদি হদয় যে ভাবে পারে, যদি নায়ক-পরতার করণের নিম্নাংশ দ্বারা জনের তর্পণভঙ্গ অবশ্য রাখিয়া পারে, তাহা হইলে সমস্ত দর্শনের আবশ্যকতা কোথায়? আমি শিক্ষক করি যে এই দুর্বলতা অপরিণত যে ভিত্তি নিজের ও সমাজের শেষ অমাত্যক এবং অস্তর হদয়-প্রচার সকল অন্যের নিদানবুদ্ধি,-কিছু অনেক বিদেশেই স্বচ্ছ অক্ষরহি সিদ্ধান্ত, মহাবিদ্যা ও নিয়ম শুনিলেই স্বত্নাংশ নামিকা সঠিক করিয়া তুলেন। এই সকল তাহার চিন্তায় দীর্ঘতায় উপরে আমার কর্তকণ। বিবাহ জনিল,—এবং পুণ্যরাশির সদা রথে আমার কর্তকণ। কোনো উপলব্ধি হইল। কথে রাজি অংশের স্থানে যখন সকলে পলায়ন খানে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের স্বভাব ভোমারির পাশে পথের ধারায় কিছু কি একলা। পরিব্রাহ্মণের কারণ সিদ্ধান্ত। বিনিয়োগ। তিনি অনেক কথা নিশ্চিত প্রকাশ্য পরে অনন-
বিগলিত লোচনে বলিতে লাগিলেন—

আমি কুলীন-কন্ঠ, স্বতঃস্বাধীন কালেও অনিবার্য ছিলাম। কেন এই সময়ে হৃদয়ের নামক একটি ব্যক্তির স্থানের প্রেমে আমি যুক্ত হইয়া পড়ি। প্রশ্নেই তার রূপ গুণে বিমুখতা হইর। যখন তখন তাহার কথা ভাবি, ক্রমে তাহাকে বারাবার দেখিয়া লাগিলা, ক্রমে আজীবন বহনের অবিনাশ্য, তৎপর দনিষ্ঠার দারণ তুলনা, পরিষেবায় প্রশ্নের প্রাধান্য উন্নত হইতে পারে, ভাষার উদরক্ষে এই অনন্ত প্রসারিত গণনা-মণ্ডল অন্তপ্রাচ্যে। এই প্রশ্নের মাধ্যমেই আমি কথাই প্রাপ্ত করিতে পারি।

আমি। প্রশ্ন যদি একই পৃথিবীর প্রাপ্ত পরায়ণের মধ্যে অপরিসীম হয়, তবে কেন তুমি প্রশ্ন ছাড়িয়া? এই হিমালয়ের কঠিন বক্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি?

পুণাবতী। আমি সহজেই সমাজ পরিষ্কার করি নাই। জ্ঞানের প্রভূত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া, মৌলিক মন্তারের নির্মিত দেখিয়া, সাধারণ প্রমনের অপমান দেখিয়া, সমাজ পরিষ্কারকে করিয়াছি। দেখিয়া যে, জ্ঞানের বেদনার উচ্চতার নিকট সমাজের ভা, বিশ্বকের উপশম, পরিণামের অমূল্য অশ্লীল পর্যটনের ভূমি এক অকিংকর। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি জ্ঞানের দূর্লভতার দুর্ঘট করিবার জন্য সমাজ ছাড়িয়াছি। সমাজ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, এবং অবশেষে হিমালয়ের এক প্রাপ্তে অবস্থিত করিয়েছি।

আমি। কিন্তু তুমি তোমার প্রশ্নের প্রশ্নকে পাইয়াও কেনই বা একই তাপ বীর্য করিলে। তোমার জ্ঞানের স্বরূপ কি তোমাকে স্পর্শমাত্রে প্রস্তায়ন করিয়াছেন?
| পুনর্বতী। না, তিনি আমাকে স্পষ্টতঃ ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করেন না অকৃত—কিন্তু আমি নিজের মন বিচ্ছেদ তীব্র মন স্বীকার পারিলে, আমার প্রশ্নের অনুভূতি দিয়ে তীব্র প্রশ্নের প্রতি শির। দেখিয়ে দিলাম—সেই সকল দেখিয়া। সুনিতার আমি স্ত্রী চর্চা অবলম্বন করিয়াছি।
| আমি। আমার এথেন তবে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তুমি সে হইবে মনের কল্পনার কম্পন্নার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতেছেন, তুমিই তোমার এষ্টকারী প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলে। আমি—তুমি প্রশ্ন করলেন—তুমি অস্বীকার ও অধ্যায়ের বশবত্ব হইতে শ্রীক্ষেষ্টের সরল ভাবে বিচ্ছেদের স্বল্পা অলিয়া আসিয়াছেন। তোমার প্রশ্ন থেকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া যেন তুমি কথন নিজের করিবার চেষ্টা করি তোমার কোন অধিকারই নাই।
| পুনর্বতী। শ্রীক্ষেষ্ট, তোমার কথার ভাবে সঙ্গে মনে হয় যে তুমি কখনই প্রশ্নের অভ্যাসের প্রতি অনুভূত কর নাই। কিন্তু আমি এবং তুমি তুমি কখনই হইতে পারে না। তুমি সে স্বাভাবিক লোচনের দৃষ্টিতে আরাধনার কর, সে উষ্ণ ভাবের যে সুগভূত দৃষ্টিতে আমার কথনই বোধ হয় না, যে তুমি প্রশ্নের মধ্যে আর আঁক কর নাই। আমি সুষ্কন্তু, উত্তরকৃত বিষয়ে পারিয়ে প্রতিষ্ঠাতা প্রশ্নের প্রশ্নের প্রতি শির। দেখিয়ে, প্রশ্নের স্বত্তিকের নির্দেশ প্রমাণ, এবং প্রাপ্তি প্রশ্নের মধ্যে দেবতাকের প্রলেপন মাত্র।
| আমি। আমার কথা বাইশই বাকুক না কেন, কিন্তু তোমার মত আমি কখনই প্রাকাশ্ময় অস্বীকারের উপর নির্ভর করিয়া সত্যের পরিযোজন করিয়া হৃদয়ের আশায় প্রেমালোচনা করিয়া।
| পুনর্বতী। কিন্তু আমি বলিয়াছি, যে প্রশ্ন-রিহেলে মনের দ্বারাই মন বোধ হয়। এবং ভবের দ্বারাই ভবের বোধ হয়। আমার প্রশ্নের কথন। আমার প্রশ্নের প্রতি মনে অঙ্ক করিতেছেন, তখন তীহার প্রতি শহস্র হয়। এবং শহস্রের অন্তর্গত পরিস্ফুট এক্ষণে অনুস্বরে করিতে পারিব, যে বাহিরের অনা শেষ গতী করিতে সাহস ও পাইতে না।
| আমি। তোমার সমস্ত কথাও আমাকে প্রেমের প্রেমের প্রেমের প্রেমের প্রেমের প্রেমের প্রেমে।
| পুনর্বতী। প্রেমের কিছুই নহে। সেই আমার প্রশ্ন যখন আমার অনুভূত হইয়া পড়িলেন, যখন আমার প্রশ্নের অস্বীকার করিয়া অন্যকে জ্ঞান উৎসর্গ করিলেন, এবং আমার প্রশ্নের অক্ষমিত করিয়া ভাবিয়া আমার প্রশ্নের অস্বীকার করিলেন, তখন আমি ব্যবহার কেহই আমার ভাব হইতে পারিব না। এমন কি, তিনি নিজে ভাব নিয়ে ভাব হইতে পারিয়া নাই।
| আমি। অতএব তুমি তীব্র মনের ভাব হইতে পারিয়া। ভাবে প্রতিষ্ঠান করিয়া। আমি—চিহ্ন সম্ভব। কি নিঃস্ব সন্ধান।
পুনর্বাক্ত। কিন্তু নিষ্ঠুরতা নাই।
ধর্মের অভাব যেমন অবলম্বন করেন এবং পূর্ণ ইহুদীর সহিত কান্যকুণ্ড ইহুদীর কথা উত্তরাধিকার করেন এবং আমার কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে ভাবে ইহুদীর কথা সম্বন্ধে 

মন কেন অকারণে—এথেন উদাত্তভাবে পাইতেন। ষাতে স্বর্গে আস্মানে আমার সাধ্যে কোনো দুঃখ নয়। আমি এরূপ প্রতীক্ষা করিয়া দেবিতে পাইতাম, হওতাও হরিজনের উপর অভিমান না করিয়া। তাহার চুন্তে সম-চুন্তে হইয়া থাকিতাম। কেন যখন দেখিতে পাইতাম যে ইহুদীর নামে, ইহুদীর গন্ধার কিছু, ইহুদী আসিতেছে দেখিয়া। সেই ঐবাসু-রূপ ভঙ্গুর মাছারে অগ্র স্বল্প। উঠে,—সমস্ত ভার্কলার্স করণের জন্য ও উজ্জল হইয়া পড়ে, অথচ স্বমৃত্যু আস্মানে সেই অতি ভঙ্গুরই হৃদয়ে চেড়ে।

করেন, কেন যখন দেখিতে পাইতাম, এই রূপ অবস্থায় তিনি ঐতরূপ অনন্য হইয়া পড়ুকের যে আমার কথা কথিতে কথিতে কথিতে তিনি কখন কখন অসহ্য কথা পর্যন্ত কথিত বলনে,—করব রূপ কথিত বলনে, মনের তার কিছুই স্রষ্টা নাই,—অথচ যখন দেখিতে পাইতাম আমার অসাধারণতা 

তাহাদের মুখের হাস্য তাহাদের মুখের হাস্য তাহাদের মুখের হাস্য তাহাদের মুখের হাস্য তাহাদের 

পড়ে যে আমার সাধ্যে, কখন কখন অসহ্য কথা পর্যন্ত 

কথিত বলনে, মনের তার কিছুই স্রষ্টা নাই,—

আমি আভাসেই অস্থির করিলাম। দেখিলাম, সেই ঘটিতার পর যখনই হরিজনের আমার নিকট আসিলেন, তখনই তাহার খুচ্ছ একটি গভীর, একটি বিশাল, অথচ ঐবাসুর যাব দেখিতে পাইতাম। কারণ কিছু করিলেই তিনি বলিতেন যে আমার 

খায়, সহরা যেন তাহাদের নাননকানন
মন্ত্রিত পরিণত হয়, সহসা যেন বর্জনের উৎস নিতে উৎস আপান। আপনি শুধীতা যায়; যেন সহস্র নেই কোন খোদাই স্বর্ণভাঙ্কে গ্রহণ করিতে ঘটানুন হন, এবং কিন্তু-প্রস্তাব হইয়া কেবল অশ্রুং বা অশ্রুফুঁট কতকগুলি অনুপল রথার দ্বারাই আপনিই আপনাকে হওয়া দেন, তত্তন্ত্র আমি আমার প্রতি তাহার প্রস্তাবের অনুগমন অনুভূত করিতে পারিতে।

এই সকল দেখিয়া। শুধু আমি আমার অবিভাজ্য উত্তরে হইতে না লিখি—প্রথমে সেনেহ, পরে অবিভাজ্য। আমার অবিভাজ্য দেখিয়া। স্বর্ণভাঙ্কে শত শত হস্তাঙ্গ প্রকাশের বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিয়া দেন, "এক নম-রের মত আমার প্রতি তাহার অন্তর্বিশ্বাস তিরস্কার হয়, তাহা ইমানিতের নিপীড়িত তালা-স্নান কেবল চোখের আন্তর্বিশ্বাস। ইমানিতে তার শান্তি ও সুখিন, ইমানিতে উত্তরাধিকা অতীত যুত করেন। ইমানিতের রাজ (রং নয়) কিংবা বিচিত্র হওয়া অসংখ্য নয়।

কিন্তু এ সকল না, ইমানিতে নিপীড়িত স্বর্ণভাঙ্কের কেবল চোখের আন্তর্বিশ্বাস। তার প্রতি গভীর ভাবে চেষ্টা করিয়া।

তাহাতেও আমার বর্জনের যাতনা বাড়িত না আর কখন না। স্বর্ণভাঙ্কে কবিতে আমার প্রতি সম্বন্ধিত যুক্ত প্রকাশ্যন করিতে আর্থিক করিলেন, নিজের পরিভাষা অপারেশনের প্রায় অবশ্য তিনি আমার সমধিক

অনেক দিন পর্যাপ্ত সেই যাতনা ভবনের নিকট গোপনে লুকাইয়া। রাত্রিতে চেষ্টা করিয়া। কিন্তু প্রতি ইমানিতে উত্তরে অশ্রুরস্ত্রে স্বর্ণভাঙ্কে ইমানিতে আমি আপনি ইমানিতের কাছে হরি পড়িলাম। নির্জনে বসিয়া। উঠাদিগের সুতন ভালবাসার কথা ভবি, উদযাত্রের সমুদ্রে যাতনার আবহ পর্যন্ত হলাম। যাত্রার তার পাঠায় আপনি ঈশ্বর। বিক্ষ ও হারামান।

এই সকল হলাম। প্রান্তাকে হইতে হইয়া। আশ্রয় তার চুক্ত দেন। আপনি ইমানিতে হইতে কথা।

কিন্তু সে অন্ধকারের উত্তরে আমি ইমানিতে নিকটে হইতে কি প্রতি পাইতে মা। প্রথম প্রথম তিনি আমার অনলয়কে অশ্রুরস্ত্রে দেখিয়া। কেবল কাতর হইতে, কেবল কাতর ভাবে আমাকে বর্জনের উদ্দেশ্যে অশ্রুরস্ত্রে প্রকাশন করিতে বলিলেন, পরে তাহাতেও কুষ্টাগার। হইয়া আমার নির্দলি। কামনায় সকল চোখের দোষী সাবানের কিছু হইতে। পাশ্চাত্যলো বলিলেন। আমার বিশ্বাস যুক্ত, আমার গভীর লীলবিভাগ, আমার বিগতি।
তেন যে 'হল্কার সঙ্গে আমার প্রভাব
হর নাই, স্বতং তুমি বল তোমার আপ-নার কম্পনার দোবে আপনি কোন পাও
তাহ। হইলে আমি তাহার কি করি
তুমি দেখিতে, তুমি আমাকে ভুকাও যে
আমি তোমা অপেক্ষা ইহারাও আত্মিক তালবসি।'——কিন্তু হে হর
দেবহ, তুমি বল দেবি যে, হরদের
চারাই ভাব না। রুয়ি। নায় শাখার
কোটক দস। হরদের অগতি কি
গ্রহণ হইতে পারে? আমার কম্পনার
সকল দৌখে দোখি হইতে পারে—
কিন্তু হে কম্পনাপ্রভাবে অমি এক
সময় মস্তাকে হরদেরের দেবতা। আমি
করিয়াছি, যে কম্পনাপ্রভাবে হরদেরের
সংসারকে আমি স্বপ্ন বর্ণের শেষ পর্বত
মনে করিয়াছি, যে কম্পনাপ্রভাবে আমি
হরদের চরণর্থের অন্ধকারে পূর্ব করিয়াছি,
আজ কৃষ্ণ বা সেই কম্পনা
বিদ্যাফু হইয়া হরদের দোখে অনিষ্ঠে
গ্রহ হইবে—মায় কৃষ্ণ বা সেই
কম্পনাস্তয়ে। আমি হরদের চরণর্থের
বিলীপ্ত হরদেরের অস্থায়ী ধারা প্রাপ্ত
করিয়া। তুলিয়াছি—ফক্তময়। তুমি
এই হরদের অক্ষুচন বিদ্যার কারণ
অর্থহীন আমি। রুষ্টির বিদ্যায় আঁশ
মর্যের বিদ্যায়—চুটিক তুলনা পার্থি।
রুষ্টি ও ইতেমের দ্বারা একটি বিষয়
হষ্টি ইহলেও হরদের ভাবে। অক্ষু-
চক্কর তাহার অগ্রহ করে। তাহার
কারণ এই—নায়কারের অপলিত প্রা-
লী অঙ্গুলের রুষ্টিও একটি বিষয়ের
আলিয়া উপনীত হয়, কিন্তু হরদের কেবল
অঙ্গুলির দিকে, একটি দ্বার বিশালে আ-
লিয়া উপনীত হয়। রুষ্টির অগম, রুষ্টির অঙ্গুলি যে হরদের এগুলীতে মর্যের
বিদ্যায় আলিয়া পড়ে, তাহা কেবল মর্যে-
শিক্ষার অবাধ-সাপেক্ষ। হরদের হরদে-
স্রের কথাতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া। স্তাহার
মৃত্যুতে আমার নিদ্রায় কম্পনার
কোমল না করিয়া। এবং নায়কার জন্য
রয়ে, আমার মর্যত্ব বিদ্যায় না হরাইয়া
আমি দেবারে—মূল্যে দীক্ষিত হইতে চেষ্টা
পাইতে লাগিলাম। জানিতাম তেঁ, পহুন-
নারীর কুরু এক্ষণে মাত্‌ একটি টিচ্চ
লাগিল তাহাতে একটি কম্পনার দবদ্বিত
চাপিত হইতে থাকে, এবং পরিশেষে, সেই
স্নায়ু চিঠ্ঠী মাত্র
অবলম্বন করিয়া, সেই সমস্ত পুলিন-রেখ
পদ্মার গৌরবের লয় প্রাপ্ত হয়। সেই
রূপ তালবসায়ে এক্ষণে মাত্র একটি চিঠ্ঠি
উপস্থিত হইলে তাহা পূর্ণ না হইয়া উত-
রোনের বর্ণ আরও বিস্তৃত হইতেই
থাকিলো। যখন দেবিলাম যে আমার প্রতি
হরদেরের তালবসায়ে সেই চিঠ্ঠী পড়িয়াছে
যখন দেবিলাম যে কোরাও বা ছাল
করিয়া তিনি আমার নিকট হইতে ইহার-
নারীর কাছে বাইতে পারিলে আপনার
অভাব হইতে অথবা থ্যাতি রুষ্টি ও স্বতঃ
বন্ধ। উভয় কথা কহিয়া। "আর কি
গোপণ করিয়া" বলিয়া। আমার সঙ্গে কথা
কহিতেও রূপবাট। প্রদর্শন করেন, যখন
দেবিলাম যে এমত প্রকাশ্যা কল্পনা সেও ইহার সঙ্গে বাঞ্চনা তাহার কথার আর পরিচয় থাকে না। যখন কোন কোন আলাদা ইদ্রের বিশ্বে তার সেই পুরুষের কুঠিত ও সৃষ্টিত, সল্লেখ ভাব পর্যালোচিত হইতে লাগিল, তখন গোরী আপাত, সুখের আপাত, সৌন্দর্যের আপাত, একেবারে জলাশয়ের দিয়া পিন্তার সহিত সম্মান-দর্শনী দীক্ষিত হইলাম।

আমি। কেন তুমি হরেন্দ্রের কাছে সেই মনের হৃদয় ও বাতন। একাশ করিয়া তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলে না?

পুরাণবী। হা অসুখ। তুমি ফি কান না যে নবীর গতিরোধ বর্ণ সহজ, তবুও সৃষ্টি প্রেমের গতিরোধ একেবারে অসহজ। অরণ্য রোধ করিলে তবুও ত রোধের অশ্রুর প্রতিহিংসা পুনর্বার হইতে পারে, কিন্তু হরেন্দ্রের নিকট সে সময় রোধ করিলে বর্ণ তাহার মনে বিস্ফরি উক্তির হইবারই সম্ভাবনা। প্রথম মমভ, পরে মনোর চেষ্টা, তৎপরে বিক্রম, ক্রমে সৃষ্টি, পরিবেশে কঠোর অধান- গোরীর অবস্থান ও অবস্থানের এই নির্ধারণ দৃষ্টা পরম্পরা সমাপ্ত রূপে শেষী হইতে আমি তাহার সহবাস পরিতাগ করিয়া হিমালয়ে আসিয়াছিল।

এই কথা বলিতে বলিতে পুণ্যতীর বিশাল বঙ্গ দিয়া যে আবরণের আবহিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমার দুল্ল একেবারে নিবৃত্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহাকে সাত্বনা করিয়া উদ্দেশম করিলে তিনি, এমন সময়ে দেখিয়া রজনী সমন্তে হইয়াছে, সহানির মলিন হইয়া আসিতেছে এবং সৃষ্টির দুর্বল রোমান্স হইতেছে। সুতরাং পুণ্যতীরকে ছাড়িয়া আমাকে সন্তাল- দিগের সঙ্গে দেব-আরাধনায় সম্পূর্ণ হইতে হইল।

শ্রী দেব